উন্মাদ

Bangladesh World

মার্চ ১৯৯৯

কোরবানী ঈদ সংখ্যা

এই সংখ্যার

উন্মাদ

দোয়া চাই

প্র কা শ না র ২১ ব ছ র

[চাপাবাজি না!]

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্ব্বস্ব পত্রিকা

Bangladesh World

উন্মাদ

সম্পাদক/প্রকাশক
আহসান হাবীব

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
ইস্তেয়াক হোসেন
কাজী খালিদ আশরাফ

নির্বাহী উন্মাদক
কাজী তাপস

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান
আজিজুল আবেদীন

সহকারী উন্মাদক
জুলকারিন জাহাঙ্গীর

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

বিভাগীয় প্রধান নির্বাহী ◆ সাজ্জাদ কবীর

অংকন বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ	লেখালেখি বিভাগ	কম্পিউটার উপদেষ্টা	কম্পিউটার গ্রাফিক্স
তারিকুল ইসলাম শান্ত	হাসান খুরশীদ রুমী	রোমেন রায়হান	জুনুনুর রহমান	জাকিব সাদেক মাহমুদ
তানভীর ইবনে কামাল	ইলিয়াস খান	ওবায়দুল গণি চন্দন	সাজ্জাদ খান	
মেহেদী / মুনির হাসান	সুলতানুল ইসলাম	মাহবুবুল আলম মামুন		
সৈয়দ সাইন	জাহাঙ্গীর আলম ইরেন			

শিল্প নির্দেশনাঃ মোঃ আরিফ হোসেন

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্রের নাম নিতান্তই কাল্পনিক। বিদ্রুপ ছাড়া কারো নামের সা
বা মুখাবয়বের সাথে মিল সহসা ঘটনাচক্রের সংঘটন মাত্র।
এই পত্রিকা কেবলমাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ মস্তিষ্কের
কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার
একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা বলিয়া গণ্য হইবে। তার জন্য সম্পাদক / প্রকাশককে
কোনক্রমেই দায়ী করা যাইবে না।

কম্পোজ ঃ উন্মাদ কম্পিউটার ০ মুদ্রণে ঃ মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজার্স, ১২,বনগ্রাম লেন, ঢাকা

http :// www.bd world.net/unmad
উন্মাদ মাসিক কার্টুন পত্রিকা রেজিঃ নং - ডিএ ৬১২
৫০, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা - ১১০০

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা

Bangladesh World

চিঠিপত্র ও প্রেমপত্র

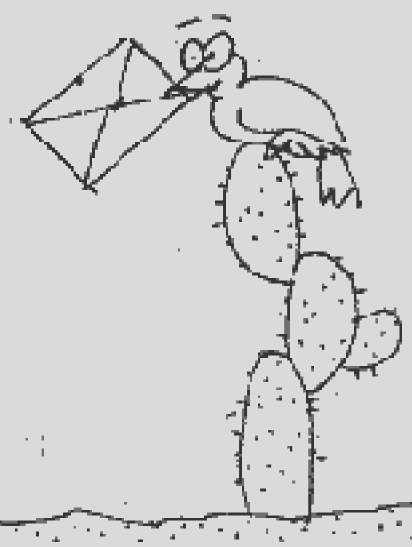

বিদেশ থিকা
মোঃ তৌফিকুল ইসলাম

বিদেশ থিকা দোস্ত আইছে
এই চান্সটা পায়া,
সময় নষ্ট না কইরা
কইলামওরে যায়া,-
' কিআনছস বিদেশ থিকা
শার্ট, প্যান্ট না কেইডস?
মুচকি হেসে দোস্ত বলে
' আনছি শুধু এইডস্ '

উন্মাদ!

কেমন অছ? ভালইতো থাকবে। কিন্তু আমি তোমাকে খুন করব। সবাই ভাববে আমাদের উন্মাদ ভাইকে কেন মারবে? কিন্তু তারাতো জানে না ' তোমার আসল রূপ, আমি জানি...। আমি লেবু নামে একজন ম্যানহোলের ঢাকনা চোরকে চিনতাম। চোর হলেও তাকে পছন্দ করতাম কারন সে উন্মাদ পড়ে এবং সে নাকি একজন উন্মাদ ক্যাডার। উন্মাদের বুদ্ধিতেই নাকি সে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি করে কেননা ঢাকনা থাকলে উন্মাদের পক্ষে তার সুয়েরেজ লাইনের নিচে হেড অফিসে যেতে কষ্ট হয়। আমিও তাকে কিছু ঢাকনা চুরি করতে সাহায্য করে ছিলাম কেননা আমিও তার মত তোমার ভক্ত [ইয়ে ছিলাম আরকি]

একদিন বাথরুমে গিয়ে দেখি কমোড ও বদনা গায়েব। লেবু একটা চিঠি লিখে গেছে, ' বৎস, তোমার কমোড, বদনা উন্মাদের জন্য নিয়ে গেলাম কেননা উন্মাদের কমোডে ফাটল ধরেছে। তবে ওগুলোর জন্য মন খরাপ করো না মনে রেখ তুমিই সেই ভাগ্যবান যার বদনা কমোড উন্মাদ ব্যবহার করবে।-বিদায় তোমার গুরু লেবু ভাই ' এবার তাহলে বোঝ উন্মাদ তুমি আমার কি সর্বনাশ করেছ। চিঠি পেয়ে বাড়ির লোকদের ভয়ে রাস্তায় নামলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাটছিলাম হটাৎ নিচে খোলা ম্যানহোলে...। যাহোক সারা শরীরে দুর্গন্ধ নিয়ে বাড়ি এসে দেখি সবাই ঐ চিঠি হাতে বাথরুমের সামনে দণ্ডায়মান। তারপর আমার উপর ৫০০০নিউটন ভর বেগে কিল লাথি মারতে লাগল, তবে গায়ের গন্ধের জন্য বেশী মারতে পারে নি...সব তোমার জন্য। মনে রেখ আই উইল কিল ইউ...

ফৌজিয়া হক পুর
২/ এ, ৩/ ৪৮
রাইন খোলা
মিরপুর-২, ঢাকা

প্রিয় উন্মাদীয় ভাইসাহেব,

আসসালামু আলাইকুম [তওবা তওবা তোমাকে সালাম দিয়ে সালামের অমর্যাদা করলাম] ভাই সাহেব তোমার প্রতারনার ফাঁদে পড়িয়া আমার মাথার চুল এবং দাঁত অকালেই ঝড়িয়া গেল পরিবারের সকলের গণধোলাইয়ের শিকার আজ আমি । কারন তোমার ঈদ স্প্যাশাল রেসিপি যেমন ঝামা ইটের মোরব্বা, উন্মাদ হালুয়া ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করিতে যাইয়া আমার আজ এই অসহায় অবস্থা! যাহোক ফেভিকল আঠা দিয়া দাঁতগুলি জোড়া লাগাইয়াছি এবং চুলে নিয়মিত কেরসিন তেল মাখিতেছি।

ভাই সাহেব, আশা করি ভবিষ্যতে উন্মাদীয় রূপচর্চা ' বিষয়ে একটি বিভাগ খুলিবেন। এতে আমি এবং আমার মতো অনেক ভ্রাতা এবং আমার মতো অনেক ভ্রাতা এবং ভগ্নিগন বিশেষ [অপকৃত] হইবে।

ইতি উন্মাদীনী বোন
ফারজানা চৌধুরী

তারা
সুবর্না রানী ধর
[৭ম শ্রেণী]

ওই যে তারা ঝিকিমিকি করে,
নীল আকাশের নিচে
কতই সুন্দর লাগে তারে,
যখন মিটি মিটি জ্বলে।
একটু পরে থমকে পরে
লাগে তারে কেমন?
একটু পরে জ্বলে ওঠ,
লাগে তারে বেশ!
কি সুন্দর এই আমার দেশ!

ইফতার পার্টিতে চপ্ চুরি!

গত ১৩/১/৯৯ তারিখে এক ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পার্টির সদস্য ৪ জন হলেও প্রত্যেকের খাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল ১০-১২ জন ইফতার করছে । এমন সময় হটাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল । অতঃপর বিদ্যুৎ আসলে দেখা যায় আমার প্লেটের দুটি আলুর চপ...উধাও গায়েবুল!! পরে উক্ত ইফতার পার্টিতে সারেজমিনে পর্যবেক্ষন করেও চপ পাওয়া যায় নি। ইফতার শেষে উক্ত

Bangladesh World

ইফফতারের এক সদস্যকে [নিয়মিত উন্মাদ পাঠক] নিরালায় বসে চামে চপ ভক্ষন করতে দেখা গেছে । এ ব্যাপারে এখনো কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই। সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আজ উন্মাদেরা ইফতার পার্টিতে চপ চুরির সাহস পাচ্ছে। এ ব্যাপারে উন্মাদ কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ কামনা করছি।

মুহাম্মদ সাবের
১২৯, দক্ষিন কমলাপুর, ঢাকা।

শিল্পী ও ছড়াকার
মোঃ রিসালাত-উল হক [অন্তিক]
পুরান ঢাকা

বাথরুম সাহিত্য

মাহমুদা রহমান শুচি

বাথরুম সাহিত্য কি বদখত নামরে বাবা! কিন্তু সবাই জানে ' নামের মাঝে পাবে নাতো আসল পরিচয় ' যখন আপনি বাথরুম সাহিত্যের বিশালত্ব ও মহত্ব জানতে পারবেন তখন বুঝবেন কতখানি গ্রেট

সংজ্ঞা ঃ বাথরুমে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকেই বাথরুম সাহিত্য বলা হয়। সেই কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ , রবি ঠাকুর থেকে শামসুর রহমান তারপর শামসুর রহমান থেকে শুচির (!) মত বড় বড় সাহিত্যিকেরা কোন না কোন বিখ্যাত সাহিত্য বাথরুমেই রচনা করেছেন।

প্রকার ভেদঃ বাথরুম সাহিত্য দুই প্রকার ১) খাওয়া করা বাথরুম সহিত্য ২) লুকানো বাথরুম সাহিত্য

১) খাওয়া করা বাথরুম সাহিত্য ঃ বাথরুমে টয়লেটে বসে থাকাকালিন মানুষকে কথা বলতে অথবা শুনতে হয় না। তখনই মানুষের মাথায় সাহিত্য রচনার খোরকি জোটে

২) লুকানো বাথরুম সাহিত্য ঃ যারা পড়ালেখা বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা..? হু?? মা-বাবার এই শ্লোগানে জর্জরিত তারা যখন বাথরুমে লুকিয়ে সাহিত্য রচনা ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া জাগানো দুইকাজ এক সঙ্গে সেরে ফেলেন তখন তাকে লুকানো বাথরুম সাহিত্যই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়।

আমার এক সাংঘাতিক বড়লোক খালা আছেন। ঢাকায় থাকেন আমি একবার উনার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম আমাকে দেখে খালা বললেন-

ঃ শুচি তুই কি করে ছড়া লিখিস রে ? আমার খুব ছড়া লেখার শখ

ঃ আহা খালা এখন ছড়া লিখে কি হবে?

ঃ শুচি তুই আমাকে এই কথা বললি ?

ঃ সত্যিই যদি ছড়া লিখতে চাও প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে টয়লেটে বসে থাকতে হবে দেখবে হটাৎ একদিন একটা সাংঘাতিক ছড়া লিখে ফেলেছ

ঃ তুই আমার সঙ্গে ফাজলামো করছিস?

ঃ খালা শেষে কিনা তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ?

তখনই খালা এ্যাকশন শুরু করলেন। খালার টাইলস দেওয়া বাথরুমের কমোডের কাছে টেবিল রাখা হল। টেবিলের উপরে কাগজ ও পেনদানীতে পেন রাখা হল।। বাথরুমে টেবিল ল্যাম্প ও টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হল। আমি তারপর দিন চলে আসলাম বাসায়। ২৬ দিন পর বাসায় ফোন এল খালার...

ঃ শুচি আমি একটা ছড়া লিখেছি । খুব সুন্দর হয়েছে । তুই খুব ভালরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে ছড়াটার নাম হল গরু। শোন-

গরু খুব ভালো,
সে গৃহপালিত পশু
আমরা সবাই তাকে
খুব ভালবাসু।

এখন বলাবাহুল্য যে বাথরুমে সাহিত্য রচনা করা খুবই ফলপ্রসু। আর হ্যা আমার এই 'বাথরুম সাহিত্য' প্রবন্ধটিও বাথরুমে বসে লেখা

কইন্যে তোমার জন্য

মুশফিকুজ্জামান নাসের

চান্দের চেয়ে ফর্সা তুমি
মুখে আলতা রং
পোষাক আশাক আচরনে
মৌসুমী মাধুরী ঢং

সাজতে তুমি ভালবাস
সন্ধ্যা-সকাল -ভোর
তোমার জন্যে আনব কিনে
কসমেটিকসের স্টোর

আমার চোখে তাকিয়ে তুমি
মুচকি দিও হাসি
ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেব
তোমায় ভালবাসি।

রোজ সকালে আমার জন্যে
গাথতে বসো মালা
এই পৃথিবীর সুন্দরীদের
ডাকবো আমি খালা।

তোমার কথায় সরাসরি
গলায় দিব দড়ি
আগের সকল প্রেমিকাদের
জানিয়ে দেব সরি।

নামের বিশেষন

মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম

পরীক্ষাতে ফেল করি তাই
গাধা ডাকেন বাবা,
জ্ঞান বুদ্ধির ভিষন অভাব
মা ডাকে তাই হাবা।

শরীর আমার নয়তো চিকন
একটুখানি মোটা,
সেই কারনে ' গরু' নামে
খাচ্ছি রোজই খোটা।

চোখের ভাষা বুঝি না তাই
সেও ডাকে বোকা,
নয়তো বলে ছোট্ট শিশু
একেবারে খোকা।

এমন সকল বিশেষনে
হারাই আমার দাম,
ভুলে গেছি ছেলেবেলার
রাখা আসল নাম।

বিড়ম্বিত বড়

মোঃ কামরুল ইসলাম [কমল]

আমি যখন ছোট ছিলাম
ছিলাম অনেক ভাল ,
কেন যে ছাই বড় হলাম
ভাল হলো আজ কালো।
ছোট বেলায় বাবা ডেকে
আমায় করতো আদর
এখন আমায় দেখলে বলে
কোথায় থাক বান্দর।
রোজ বিকেলে বাবার হাতে
দেখতে পেতাম মিষ্টি ,
আর এখন সেই মিষ্টি যেন
রাগের করে সৃষ্টি
ছোট বেলায় রোজ বিকেলে
খেলতে যেতাম মাঠে
বিকেল বেলা দেখলে এখন
বলে যাও কোন ঘাটে?
সন্ধ্যে হলেই ছোট বেলায়
যেতাম পড়ার মাঝে ,
বন্ধু নিয়ে মজা করি,
এখন সন্ধ্যে সাজে।
তাই তোমাদের বলে রাখি
হয়ো না আর বড়!
তাও যদি চাও বড় হতে
যাও গিয়ে মর!

মাস্টি কার্টুন

রাজনৈতিক কার্টুন

: মেডাম, হেরে গেলেন। আমরা ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত হরতাল দিয়েছিলাম, আপনারা মাত্র ১৮ ঘন্টা। হিঃ-হিঃ-হিঃ ....
: আমরা গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলবই।

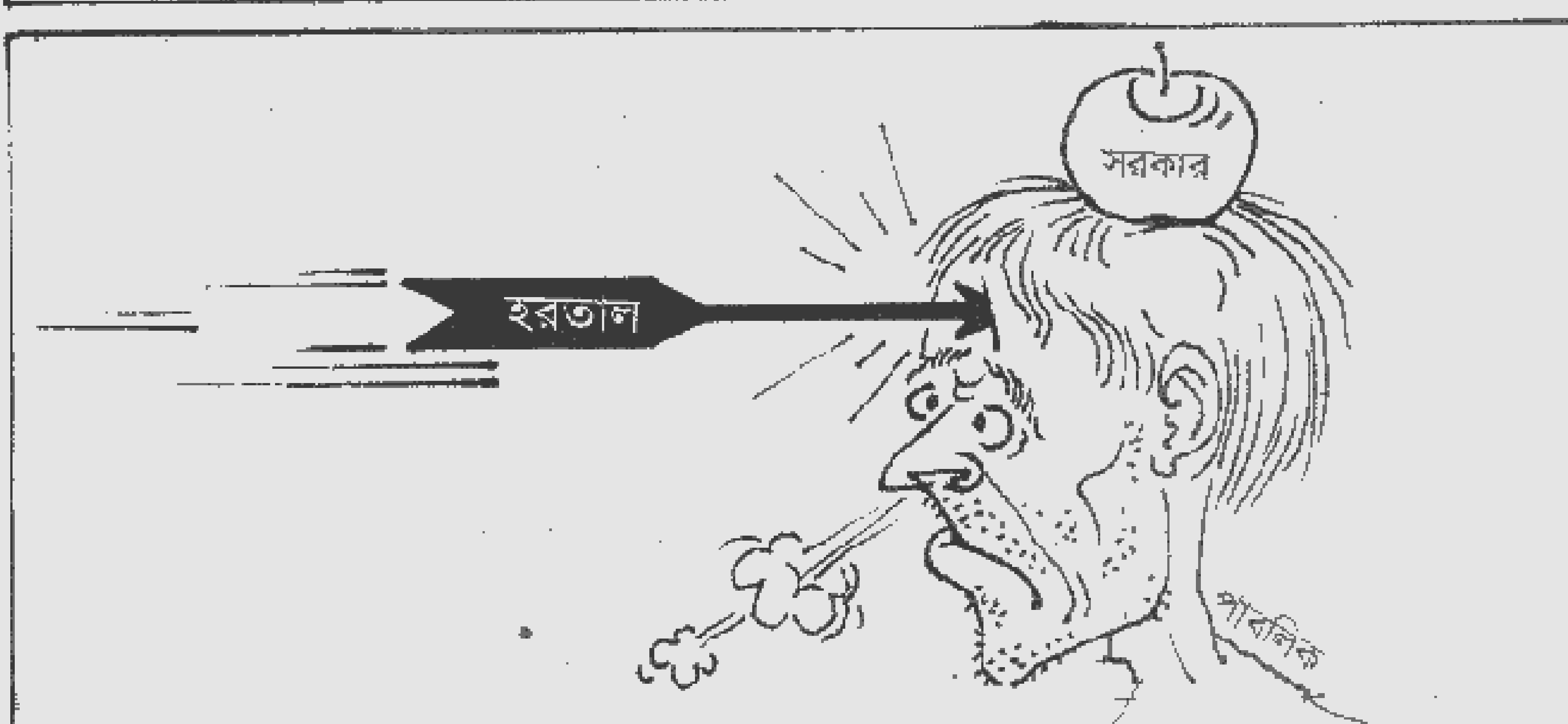

সরকার
হরতাল
পাবলিক

দেশের টেলিবিভিশনের তিন প্রজন্মের তিনজন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের উপস্থাপকের তুলনামূলক বিচার করলে কেমন হয়?

তিন উপস্থাপক

আহসান হাবীব

উদ্বোধনী বক্তব্য

আব্দুল্লাহ আবু সাইয়া সাইয়া

বিপদের অশনি সংকেত

আব্দুন নুরানী তুষারপাত

রিপোর্টিং

কৌতুক

Bangladesh World

Bangladesh World

কোরবানী ঈদ সমাগতপ্রায়, এমতাবস্তায় কোরবানীর জন্য গরু কেনা জরুরী। আর তাই কি ধরনের গরু কিনবেন সে জন্য উন্মাদের প্রস্তাবনা... কুঁজ দেখে গরু কিনুন...কোন কুঁজে কেমন গরু তাই নিয়ে এই ফিচেল ফিচারটুন....

কুঁজ দেখে গরু কিনুন

মোস্তাফিজুর রহমান

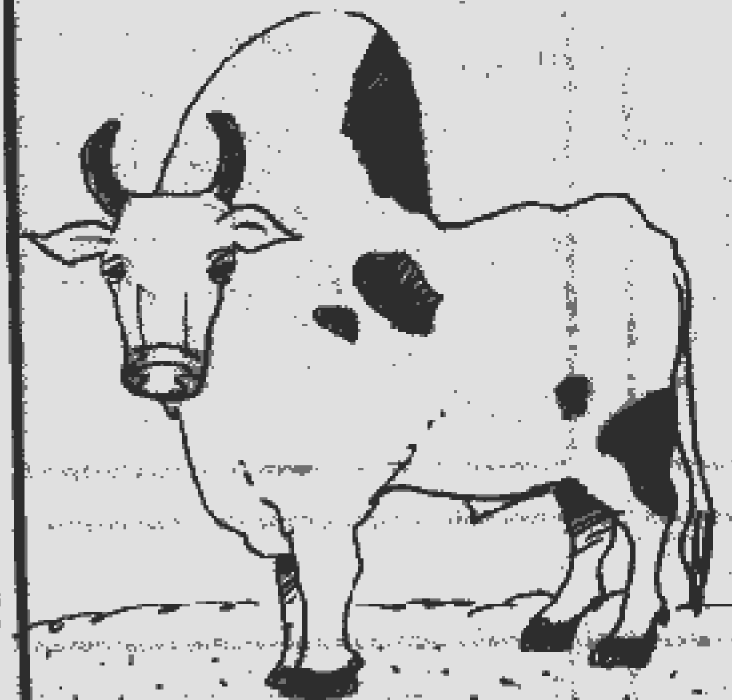

কিওক্রেডাং কুঁজঃ

এই গরুর কুঁজ দেশের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত কিওক্রেডাংএর সঙ্গে তুলনীয়। যিনি পর্ব্বত কেনার ক্ষমতা রাখেন তার পক্ষেই এই গরু কেনা সম্ভব বিধায় এই গরুর ক্রেতা খুব একটা দেখা যায় না।

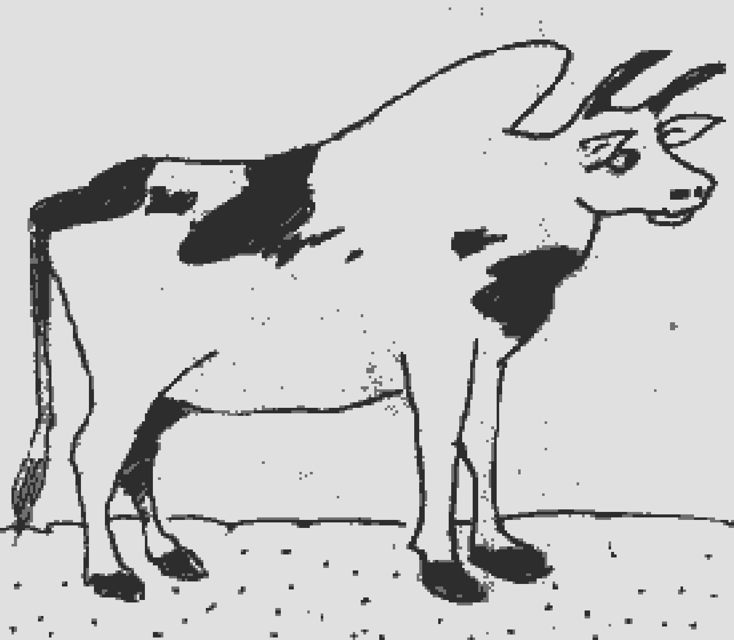

আক্রমনাত্মক কুঁজঃ

এই গরুর কুঁজ শিং সবই আক্রমনাত্মক যে কারনে এই গরু কিনতে সবাই ভয় পায়। এর আক্রমনে কেউ শিং এ ঘটনাচক্রে বিদ্ধ না হলেও চোক্ষা কুঁজে বিদ্ধ হতে বাধ্য...

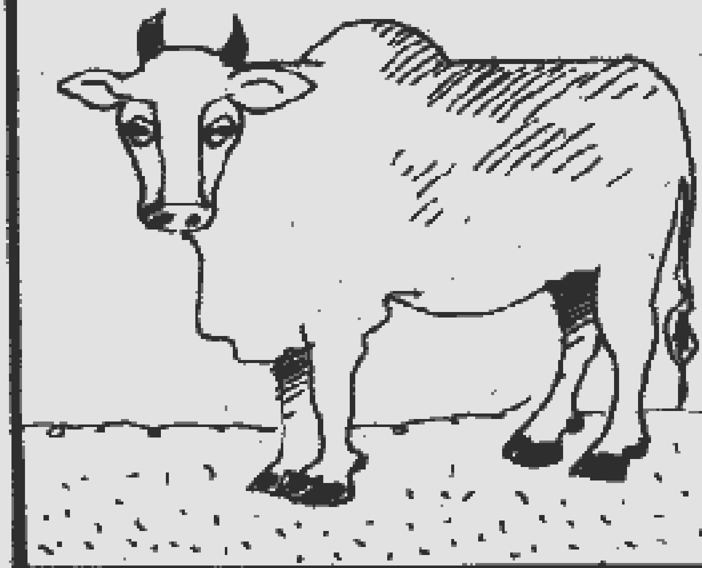

স্পিড ব্রেকার কুঁজঃ

এর কুঁজ দেখতে রাস্তার স্পীড ব্রেকারের মত। যে কারনে গাড়ি-ঘোড়া একে দেখলে আচমকা স্পীড কমিয়ে দেয়। তবে মধ্যবিত্ত সমাজে এর বিশেষ কদর আছে বলে এর বাজারদর ভাল।

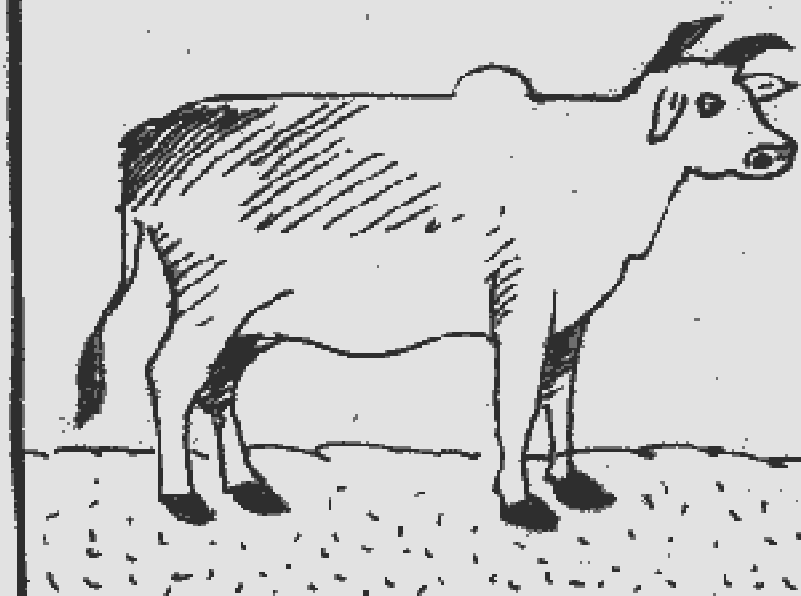

মিনিয়েচার কুঁজঃ

এই গরুর কুঁজ চট করে খুজে পাওয়া যায় না। তবে আছে, বিশেষভাবে পর্যবেক্ষন করলে এর কুঁজের সন্ধান পাওয়া যায়। মিনিয়েচার কুঁজ বলে মেয়ে মহলে এর জনপ্রিয়তা রয়েছে।

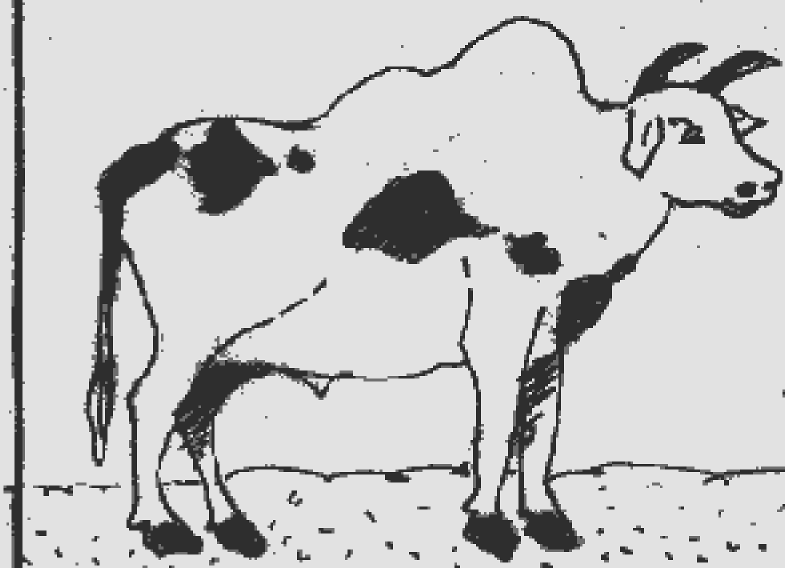

দ্বিতল কুঁজঃ

এই গরুর কুঁজ দুইটা। একটা অরিজিন্যাল একটা ফলস! ফলস মানে অন্যটা টিউমার। তবে ডাবল কুঁজ বলে এর দাম বেশ চড়া। উচ্চবিত্ত সমাজে এই গরুর বিশেষ জনপ্রিয়তা রয়েছে।

Bangladesh World

হেলানো কুঁজঃ

এই গরুর কুঁজ দুম্বার মত ডান বা বামপাশে কাত হয়ে ঝুলতে থাকে ফলে এই গরুর নিজের পক্ষে ভারসাম্য বজায় রেখে সোজা পথে চলাফেরা করা বিশেষ কষ্টকর।

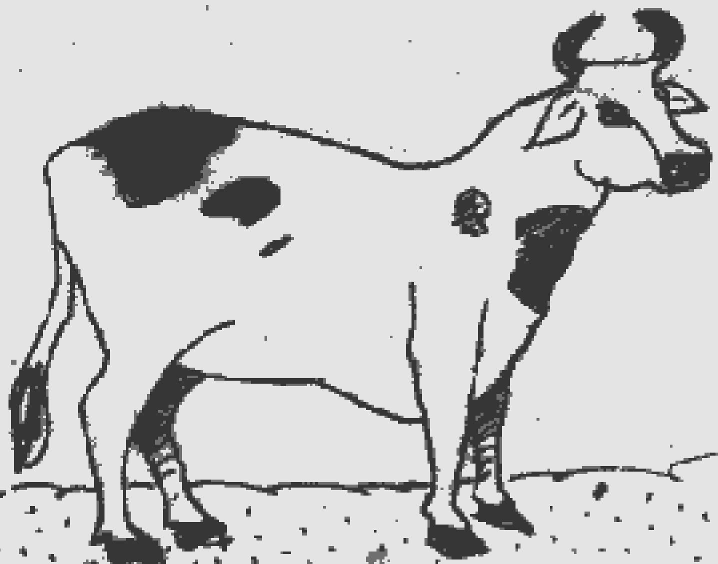

রিভার্স কুঁজঃ

এই গরুর কুঁজ উপর দিয়ে ডেবে গিয়ে নিচ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে একে 'রিভার্স কুঁজ' বলা হয়ে থাকে। এর কুজের এই নেতিবাচক ভূমিকার কারনে এ গরুর মার্কেট ডাউন!

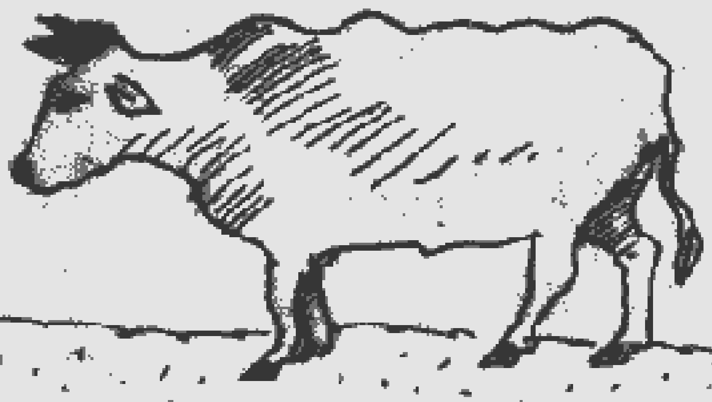

বহুমুখি কুঁজঃ

এই গরুর কোন নির্দিষ্ট কুঁজ নেই। পিঠের উপর নানান সাইজের ছোট বড় মাঝারী কুঁজ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। কোরবানীর গরু হিসেবে এর মার্কেটও বিশেষ সুবিধার নয়।

Bangladesh World

নিমন্ত্রণ

রোমেন রায়হান

আমার বাড়িতে বেড়াতে যাবেন ?
ভাবতেই ভালো লাগে
সত্যিই স্যরি, কেন বলি নাই
আপনাকে যেতে আগে!

ডবল ডেকারে সহস্র লোক
প্রতিদিন যায় আসে
এইখান থেকে বাসে পাঁচ টাকা,
পূরবী হলের পাশে।

' ওই ডি.সি. ডি.সি. ' শুনতে শুনতে
ড্রাইভার বাস থামাবে
আপনাকে নিজে নামতে হবে না,
লোকজনে ঠেলে নামাবে।

নেমে সামনেই মিষ্টির ঘর,
কিনবেন এক হাড়ি
তারপরে সোজা উঠে পড়বেন
রিকশায় তাড়াতাড়ি।

বাড়ির ঠিকানা ঐ এলাকায়
কেউই পারে না বলিতে
বাম দিক দিয়ে যাবেন এগিয়ে
চার নম্বর গলিতে।

যেতে যেতে যেতে রাস্তাটা ,
রিকশাটা তাতে থামলে
নেমে পড়বেন অতি সাবধানে
মিষ্টির হাড়ি সামলে।

পশ্চিম দিকে এরপর শুধু
মিনিট পনেরো হাঁটা
পথ ভরা আছে খানা ও খন্দ,
দেখে ফেলবেন পা টা।

ঐ পথে প্রায়ই বোমাবাজি হয়,
তবু বলি নেই ভয়
নিজেরা নিজেরা মারামারি করে,
আপনার কিছু নয়

হটাৎ নজরে পড়বে চিকণ
চারতলা এক বাড়ি
আমার নিজের বাড়ি নয় ওটা,
ভাড়াই কি দিতে পারি!

সেই বাড়িটায় ' কুকুর হইতে
সাবধান ' লেখা তাতে কি?
কুকুররটা যেন বুঝতে না পারে
আছে আপনার হাতে কি।

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে পড়বেন
সরাসরি তিন তলাতে
দরজায় গিয়ে আমার নামটা
ডাকবেন জোর গলাতে

দরজা খুলবে আপনার ভাবি, সাকিনা
হয়তো বলবে আমি এ বাড়িতে থাকি না

বোঝেনই তো ভাই, পাওনাদারের জ্বালাতে
আমাকে প্রায়ই বাড়ি ছেড়ে হয় পালাতে।

অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই.
আপনারও আছে তাড়া
বসতে চাইলে আপনার ভাবি
হতে পারে দিশাহারা।

সত্যি বলছি ঠিক নেই ভাই,
কখন যে বাড়ি ফিরি
মিষ্টির হাড়ি রেখে দিয়ে তাই
ভাঙুন আবার সিঁড়ি।

খুব খুশি হব , যখন শুনবো
আপনি গেছেন বাড়ি
কি করে বুঝবো? পরিচয় দেবে
মিষ্টির সেই হাড়ি।

কোরবানীর ঈদে আমরা শশব্যস্ত হয়ে গরু কোরবানী দেই। কিন্তু আমরা নিজেরাই যে প্রতিনিয়ত কোরবানী হচ্ছি দৈনন্দিন জীবনে তা কি খেয়াল করেছি?

আপনি নিজেই যখন

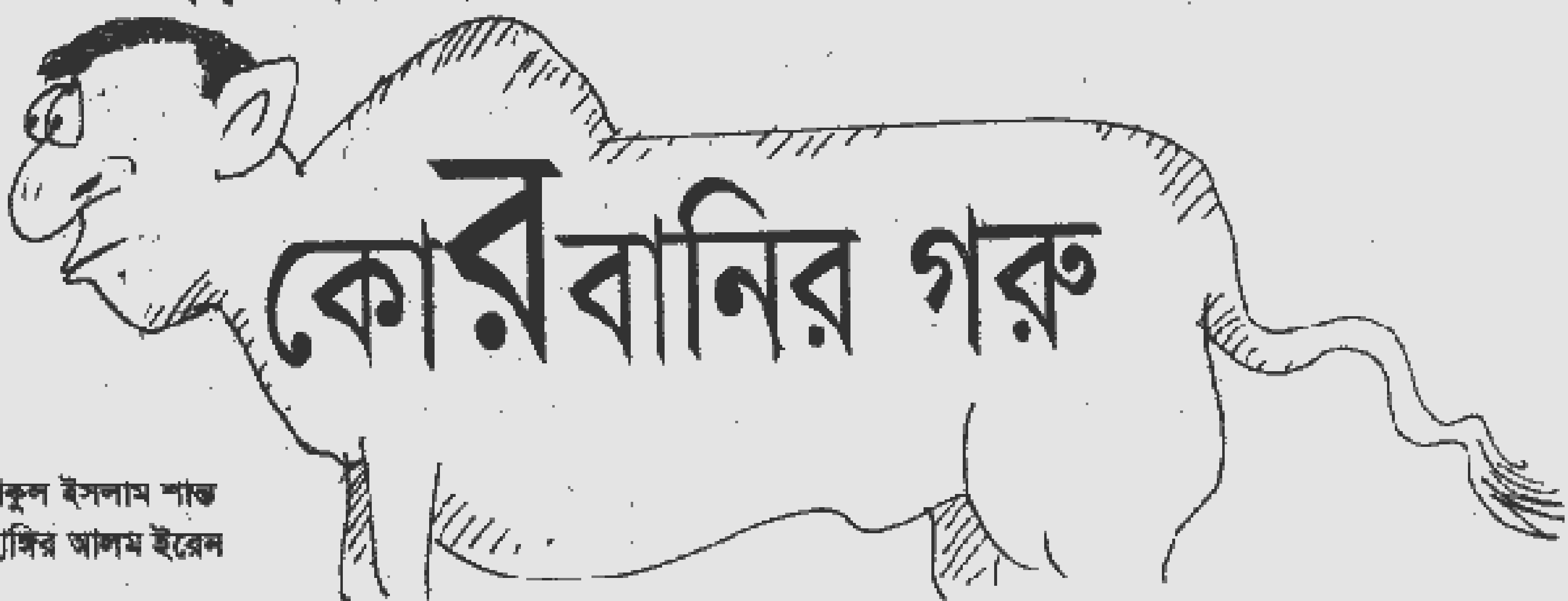

শিল্পীঃ তারিকুল ইসলাম শান্ত
লেখাঃ জাহাঙ্গির আলম ইরেন

বোনাস প্রাপ্তির খবর স্ত্রীর কানে পৌছে যাওয়া...
চল বানিজ্য মেলায় দারুন সব শাড়ি উঠেছে...
নতুন সার্ট কেনার পর বন্ধুদের অকৃত্রিম ছিল...
দোস্ত তোরে যা লাগতাছে না একেরে শাহরুখ খান...
চল তাইলে সার্টের কাফফারা হয়া যাক...বিরিয়ানী...
ইস্টার্ন প্লাজায় কনিষ্ট সন্তানের আব্দার...
২০০০/=
বাবা ঐ ভালুকটটা কিনব...
এবং ব্যাক্তিগত স্বেচ্ছা ছিল...
লরা যান তালু আউট হয়া যাইব...

সুন্দরী এবং হাতুড়ি

খসরু চৌধুরী

' এভরি বিউটিফুল উয়োম্যান হোল্ডস আ হ্যামার, ' চাইনিজ রেস্টুরেন্টের আলো-আধারীতেও দেখলাম, হাসির দমকে চোখা হয়ে গেল প্রিয় বন্ধুটির কান।

' প্রত্যেক সুন্দরী মহিলার কাছেই একটা করে হাতুড়ি থাকে?' নড়েচড়ে বসলাম আমি

' হ্যাঁ'

'হোয়াট অ্যাবাউট গার্লস?' বললাম গম্ভীর হয়ে

' সে হোল্ড স্লেজ- হ্যামারস, ' আরো চোখা হলো বন্ধুর কান ; তারপরই মৃদু থাবড়া মারল সে টেবিলের ওপর, ' দূর মিয়া, শান্তিতে চিকেন ভেজিটেবল খাইতে দেন এরা ভেজিটেবল স্যুপ জব্বর বানায়'

' আপনার স্যুপ খাওয়ার কোন বাধাতো আমি দেই নি। তবে আপনাকে বলতে হবে , এমন নারী বিদ্বেষী মার্কা মন্তব্য করলেন কেন।'

' নারী বিদ্বেষী!' বলল বন্ধু। ' নারী বিদ্বেষী হতে যাব কেন? মেয়েদের আঁতে ঘা লাগে এমন কোনো কথাই কি আপনারা সহ্য করতে পারেন না? আপনারা, পুরুষরা, দিন দিন এমন ভেজিটেবল মার্কা হয়ে যাচেছন কেন বলুন তো? '

ভেজিটেবল স্যুপসহ মুহূর্তের জন্য আমার হাত থেমে গেল মুখের কাছে, পরক্ষনেই হেসে স্যুপটুকু গলায় চালান করে দিলাম। আমার এই বন্ধুটি খুব কঠিন কঠিন কথা মজা করে বলতে পারে। সে তখনো অপলকে চেয়ে আছে দেখে বুঝলাম, আমার মুখে এক্ষুনি কিছু একটা শুনতে চায়।

বললাম, ' না মানে আপনি সুন্দরী মেয়েদের গল্প করছিলেন , ভালই তো লাগছিল, কিন্তু এর মধ্যে আবার হাতুড়ি টেনে নিলেন কেন? '

' হু, বুঝতে পারছি হতুরী আপনি এখনো খাননি, খেলে বুঝতেন হাতুড়ির মর্ম । কিন্তু নিজে না খেলেও আশেপাশের অনেককে তো হাতুড়ি খেতে দেখেছেন আপনার বাল্য বন্ধু মহীউদ্দীন তো পরকীয়ায় পাগল হয়ে থাকল এক বছর, তারপর হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে সে কী কান্না ধাড়ি খোকার!'

' হ্যাঁ , ওই শয়তান তো প্রেমে পড়ার পর বাপের দেয়া নাম বদলে কাব্যিক এক নাম নিয়ে মিঠে মিঠে কবিতা লেখা শুরু করেছিল। শুধু কি তাই, নিজের সমস্ত টাকা এমনকি বাস ভাড়া পর্যন্ত জমা রাখত সেই মেয়েটির কাছে।'

' বাস ভাড়া জমা রাখত মানে? ' এবার বন্ধুটির অবাক হবার পালা। ' ভাল করে বুঝিয়ে বলুন তো '

' এতে আবার বুঝিয়ে বলার কি আছে? নিজের সমস্ত টাকা সে দিয়ে রাখত মেয়েটিকে, মানে যাকে বলে পকেট উপুড় করে দেয়া , ফলে বাস ভাড়ার টাকাও মহীউদ্দীনকে চেয়ে নিতে হত তার কাছ থেকে। '

' দূর মিয়া , চিকেন চৌমিনের মজাটাই দিলেন নষ্ট করে। আমি তো এতদিন পর্যন্ত ওই একটা ব্যাপারে মেয়েটির প্রশংসা করেছি মনে মনে। মেয়েরা তো সহজে পয়সা বের করার চিজ নয়। ভাবতাম , আহা বেচারীকে বাস ভাড়া দিয়ে সাহায্য করছে। ইস, মহীউদ্দীন ভাই, বাস ভাড়ার টাকা নেবেন না? বলে বলে কী আদিখ্যেতা! তখন কি আর ছাই জানি যে মহীউদ্দীনের টাকা দিয়েই মহীউদ্দীনকে দয়া দেখাচ্ছে মেয়ে! ছাগল কোন্‌হানকার!

' শেষের এই গালিটা সে দিল , বলা বাহুল্য , মহীউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে।

' আপনার যে অবস্থা , তাতে তো দেখছি আপনি কারো প্রেমে পড়বেন না। উঁহু , এত হ্যামারফোবিয়া থাকলেতো...'

' আপনি মিয়া পুরো ব্যাপারটাই ভুল বুঝে বসে আছেন , ' মুখের কথা কেড়ে নিল বন্ধু।

' কে বলল আমি প্রেমে পড়ব না? প্রেমের জন্য ভেতরটা মরুভূমি হয়ে আছে।'

বাট রিমেম্বার, এভরি বিউটিফুল উয়োম্যান, ' হাসলাম তাকে অনুকরন করে।

' আমার কথা আমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন? তা দেন, তবে আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। প্রেমে পড়ার জন্য আমি একেবারে ধাপ তুলে আছি , শুধু তার আগে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে সেই সুন্দরী তার হাতুড়িটি ফেলে দিয়েছে।'

' সুন্দরীরা তাদের হাতুড়ি তাহলে ফেলেও দেয়? '

' হ্যাঁ। সত্যিকারের প্রেমে পড়লে। '

' সত্যিকারের প্রেম বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? '

' এটা উদাহরণ দিয়ে বোঝান যাবে না। যার বোঝার সে বুঝবে ভাগ্যে না থাকলে কোনোভাবেই বুঝবে না। তবে এটুকু জেনে

রাখুন , সেরকম প্রেম খুব কমই দেখা যেয়- ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন '

' তাহলে ওরকম প্রেমের দেখা যে আপনি পাবেন , এতটা আশাইবা করছেন কীভাবে?'

' আশা করাতে দোষের কিছু নেই । মানুষ আশা নিয়েই বেচেঁ থাকে ।'

' কিন্তু যদি কখনোই সেরকম প্রেমের দেখা না পান?'

' প্রেম করব না সেও ভি আচ্ছা , কিন্তু ভাই কান খুলে শুনে রাখুন, হাতুড়ি খেতে আমি রাজি নই ।'

' কিন্তু কখন কোথায় হাতুড়ি দুলে ওঠে তার কি কোনো ঠিক আছে?'

' এটা আপনি খুব মূল্যবান একটা কথা বললেন-কখন কোথায় হাতুড়ি দুলে ওঠে। আসলে কি জানেন, এই ব্যাপারটা খুব কম মানুষই টের পায়। তাই মাথার ওপরে হাতুড়িঝুলে থাকা সত্বেও চোখ পিট পিট করে মিষ্টি মিষ্টি হাসে; তারপর একসময় নেমে আসে হাতুড়ি, সঙ্গে সঙ্গে হাসি রূপান্তরিত হয় কান্নায়।'

' তাহলে হাতুড়ি থেকে বাঁচার উপায়? '

' অদৃশ্য সেই হাতুড়ি দেখার চোখ থাকতে হবে। '

' আপনার দেখার চোখ ছিল?'

' ছিল নয়, এখনো আছে। জীবনে আজো প্রেম আসেনি আমি সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যে, কিন্তু তাই বলে কখনো হাতুড়ি দোলানর ঘটনাও ঘটেনি তা ভাববেন না। ওরকম ঘটনা অসংখ্য ঘটেছে।'

' অনুগ্রহপূর্বক বয়ান করুন '

' দুটো ঘটনা বলছি। একবার ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে ভারতে গেছি স্টাডি ট্যুরে। নানা ঐতিহাসিক স্থান ঘুরতে ঘুরতে গেলাম আগ্রায়। পূর্ণিমার রাত, তাজমহলের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিনা।আমাদের দলের এক ছাত্রী চমৎকার নজরুলের গান গায়। গাইবারই কথা, হারমোনিয়াম হাতে নেয়ার পর থেকে সে নজরুলের গান ছাড়া আর কিছু গায়নি। নজরুলের গানই তার ধ্যান এবং জ্ঞান। অথচ সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে গাইতে লাগল রবীন্দ্র সংগীত- আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে আকুল হয়ে গান গাইছে সে, এদিকে আমার মনের গভীরে কে যেন ঘন্টা নাড়ছে ধীরে ধীরে। এরপর সে গাইল নজরুলের গান- চাঁদ হেরিছে চাঁদমুখ তার।

' গান শেষ হলে ছাত্র-ছাত্রিরা বলল , তারা চারপাশে একটু হাঁটতে যাবে।

' আমি বললাম , ' আমার এখানেই বসে থাকতে ইচ্ছে করছে।'

' সে বলল, ' তাহলে আমিও বসে থাকব।'

' সবাই দূরে চলে যাবার পর আমি জানতে চাইলাম , ' আজরাতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলে কেন?'

' তোমার জন্যে, এই রবীন্দ্র সংগীত শুধু তোমার তোমার তোমার। বুঝতে পারনি?' হাসল সে মধুর করে।

' চোখে চোখ রেখে চমকে উঠলাম আমি।'

' কেন?' প্রশ্ন ছুটে গেল আমার মুখ থেকে।

' পূর্ণিমার আলোয় ওই চোখের তারায় দেখেছিলাম হাতুড়ির ছায়া।'

' আপনি আসলেই নারীবিদ্বেষী , ' বললাম আমি।

' মোটেই না,' তৎক্ষনাৎ প্রতিবাদ ভেসে এল বন্ধুর তরফ থেকে।

' দ্বিতীয় ঘটনা? ' জানতে চাইলাম আমি।

' হ্যাঁ , দ্বিতীয় ঘটনা। এই মহিলা ছিল কবি, হাতুড়ি মারায় বিশেষ পারদর্শিনী।'

' কিভাবে বুঝলেন?'

' আমার জানামতেই জনা দশেক খেয়েছে তার হাতুড়ির ঘা।'

' মেয়েটি সুন্দরী ছিল? '

'হ্যাঁ, একেবারে ডাকসাইটে সুন্দরী সেই মেয়ে তার এক কাব্যে একবার এক কবিতা লিখল এরকম-

আর তুমি কেন আস না নক্ষত্র চেনাতে?
চেনা নক্ষত্রও যে ক্রমে আমার অচেনা হয়ে যায়...

সর্বনাশ! ভাবলাম মনে মনে, এই মেয়ে দেখছি হাতুড়ি তোলা শুরু করেছে!'

'আপনার যতসব আজেবাজে চিন্তা!'

'না। বিশ্বাস করেন, ওই জাতের আর সাত আটটা কবিতা লেখার সুযোগ তাকে দিলে আমাকে হাতুড়ি মেরে চুরমার করে দিত।'

'এখনো বলবেন আপনি নারীবিদ্বেষী নন?' সামান্য বিরক্ত হলাম আমি।

'মোটেই না। বিরক্ত হয়েছেন তো? সবাই হয়। তবে পৃথিবী জুড়ে সবাই আমার ওপর বিরক্ত হলেও আমি হাতুড়ি খেতে রাজি নই। কিন্তু আপনি বিরক্ত হন আর যাই হন, আপনার মুখ দেখে আমার যে একটা কথা মনে হচ্ছে

'কি কথা?'

'আমাদের আজকের আলাপের ওপর ভিত্তি করে আপনি কোটা লেখা পাঠাবেন উন্মাদ পত্রিকায়। কি ঠিক না?' ধরা পড়ে লজ্জায় হাসি হাসতে লাগলাম মিটি মিটি।

'থাক, থাক, আর লজ্জিত হতে হবে না,' অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাত তুলল বন্ধুটি। কী বলব কী ভাবতে ভাবতে হটাৎ বললাম, 'যদি সত্যিই সেরকম মেয়ের দেখা পান, প্রেমে পড়বেন?'

'নিশ্চয়ই,' দ্রুত জবাব দিল বন্ধুটি। কিন্তু তারপর যে কান্ড হলো, তার জন্যে আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না। মুখে মুখে কবিতা তৈরী করে আবৃত্তি শুরু করল সে-

বাসব ভালো তাকে আপাদমস্তক
যদি পাই স্বপ্নে দেখা সোনার সেই ফুল হয়ে
ফুটবে যে না কোটা সেই ফুল হয়ে
ধূসর বিকেলে এসে হৃদয়ের টবে।।
তখন অপরাজিতার চোখে থেকে শুষে নেব রাত্রির নির্যাস
নক্ষত্রের সংখ্যার সাথে পাল্লা দেব কবিতায়...

আরো অনেকক্ষন আবৃত্তি করল সে, কিন্তু এতই অবাক হয়েছিল যে পরের লাইনগুলো আর মনে করতে পারছি না। আবৃত্তি শেষে বললাম, 'আপনার কঠিন মনের আড়ালে যে এত আবেগ আছে, আমার জানা ছিল না।'

'আবেগের ভাগ যে দেয়া হয়নি কাউকে,' গাঢ় হয়ে গেল বন্ধুর স্বর।

'ধরেন প্রেমে পড়লেন আপনি, কিন্তু কিছু দিন পর সেই মেয়ে যদি আবার অন্য কারো প্রেমে পড়ে?' রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারলাম না আমি।

'পড়বে না হাতুড়ি একবার ফেলে দিলে মেয়েরা সেই হাতুড়ি আর কোনদিনই তুলে নেয় না।'

'তাহলে অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রার্থনা করছি, সত্যিই যেন সেরকম মেয়ের দেখা আপনি পান।।'

'এতটুকু সহানুভূতির প্রার্থনা আপনার কাছে থেকে আমি পেতেই পারি আফটার অল, আমার এতগুলো কাচা পয়সা ধ্বংস করে চাইনিজ খাচ্ছেন।' কোকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে স্বভাবসুলভ রসিকতায় ফিরে এসেছিল প্রিয় বন্ধুটি, আচমকা কঠিন হয়ে গেল তার স্বর। 'আরে, আরে, ওই ব্যাটা আমাদের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন? আবার হাসছেও দেখি! আমাদের সব কথা এতক্ষন ধরে হাঁ করে গিলছে নাকি ব্যাটা?' তার দৃষ্টি অনুসরন করে তাকালাম বেয়ারাটার দিকে, সত্যিই হাসি মুখে চেয়ে আছে সে ড্যাব ড্যাব করে।

বললাম, 'শুনলে শুনেছে, ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি আছে!' প্রায় ধমকে উঠল বন্ধু। 'আমি চাই ছাগলেরা হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে চুরমার হোক, মানুষ হলে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল আপনা-আপনি শিখে নেবে। অবশ্য ...?'

মাঝপথে কথা থামিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে বন্ধুটি তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'অবশ্য?' জানতে চাইলাম আমি।

'উন্মাদের লেখা পড়ে যদি কেউ সাবধান হয়ে যায় তাহলে আলাদা কথা।' ●

উন্মাদ ডাইজেস্ট

পেতে চান?

আজই ৬৫ টাকা
মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিন।
রেঃ পোস্টে পাঠিয়ে দেয়া হবে

যোগাযোগঃ
উন্মাদ
৫০, টিপু সুলতান রোড
ঢাকা-১১০০

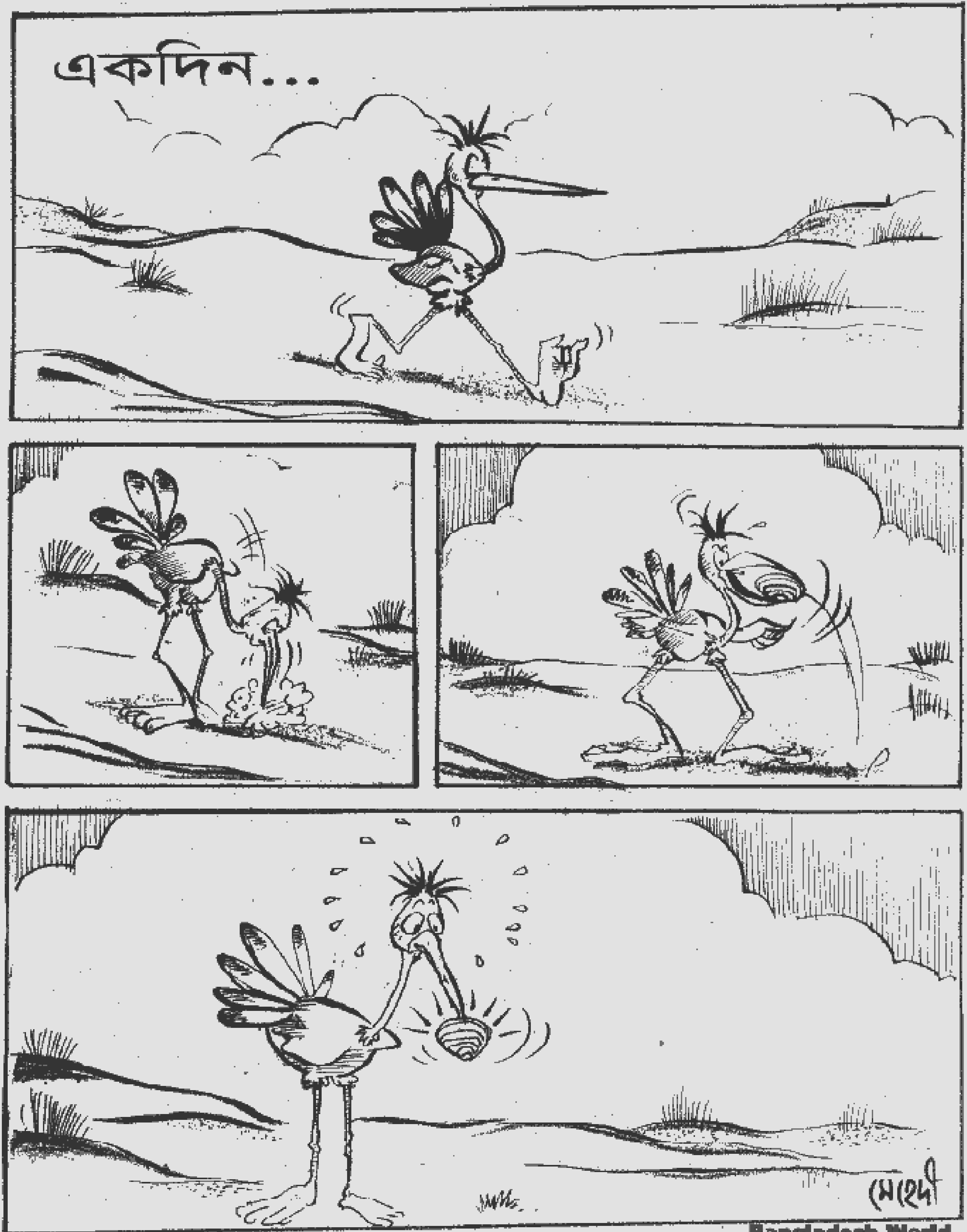

Bangladesh World

বাজে কিছু শুনবো না, বাজে কিছু দেখবো না, বাজে কিছু বলবো না। সেই তিন বানরের গল্প সবার জানা...আমাদেরতো ভাল কিছুই নাই তারপরও দেখিনা এই তিন বিখ্যাত বানর ত্রয় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বাজে কি শুনতে চায় না বাজে কি দেখতে চায় না, বাজে কি বলতে চায় না...?

বানর ত্রয়

সাগর খন্দকার

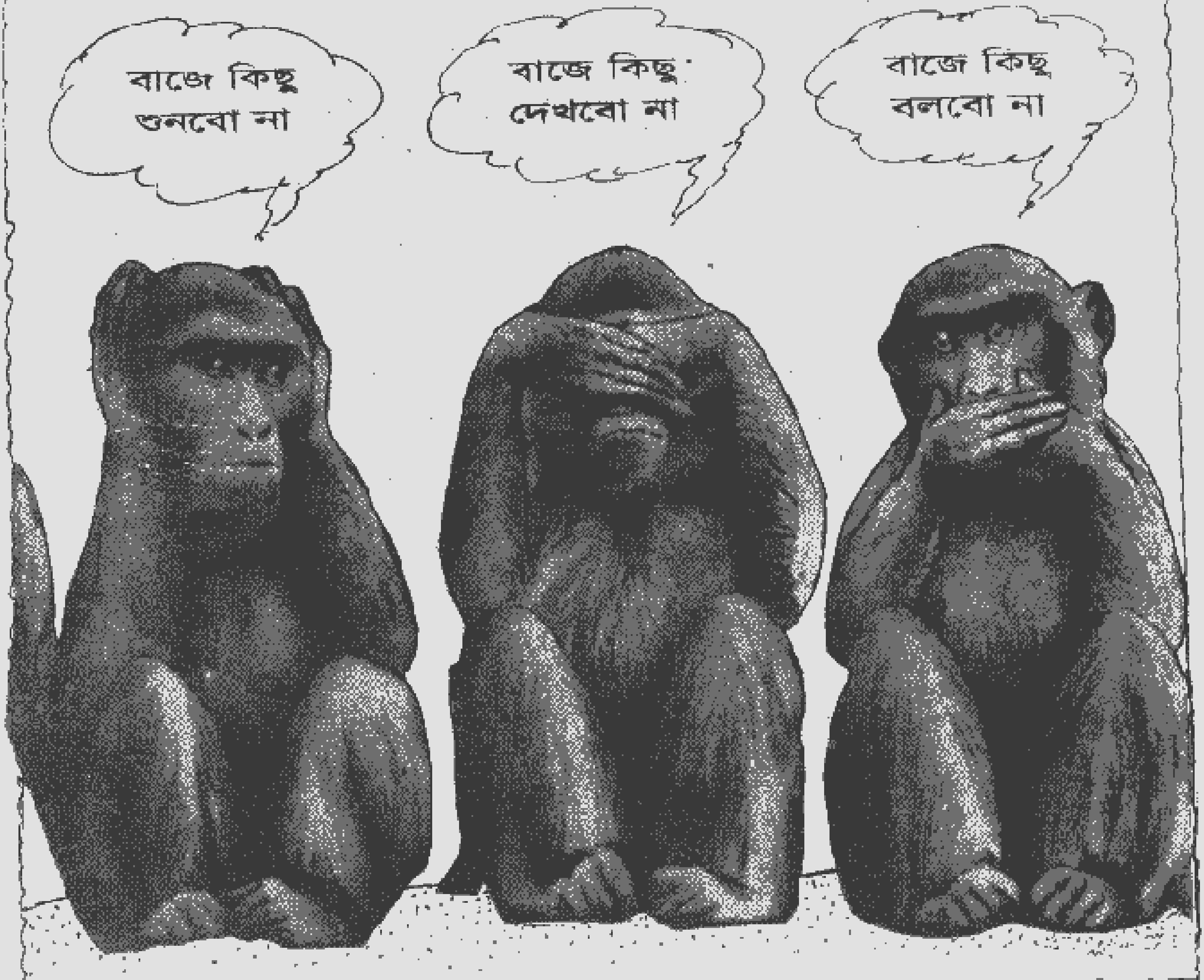

Bangladesh World

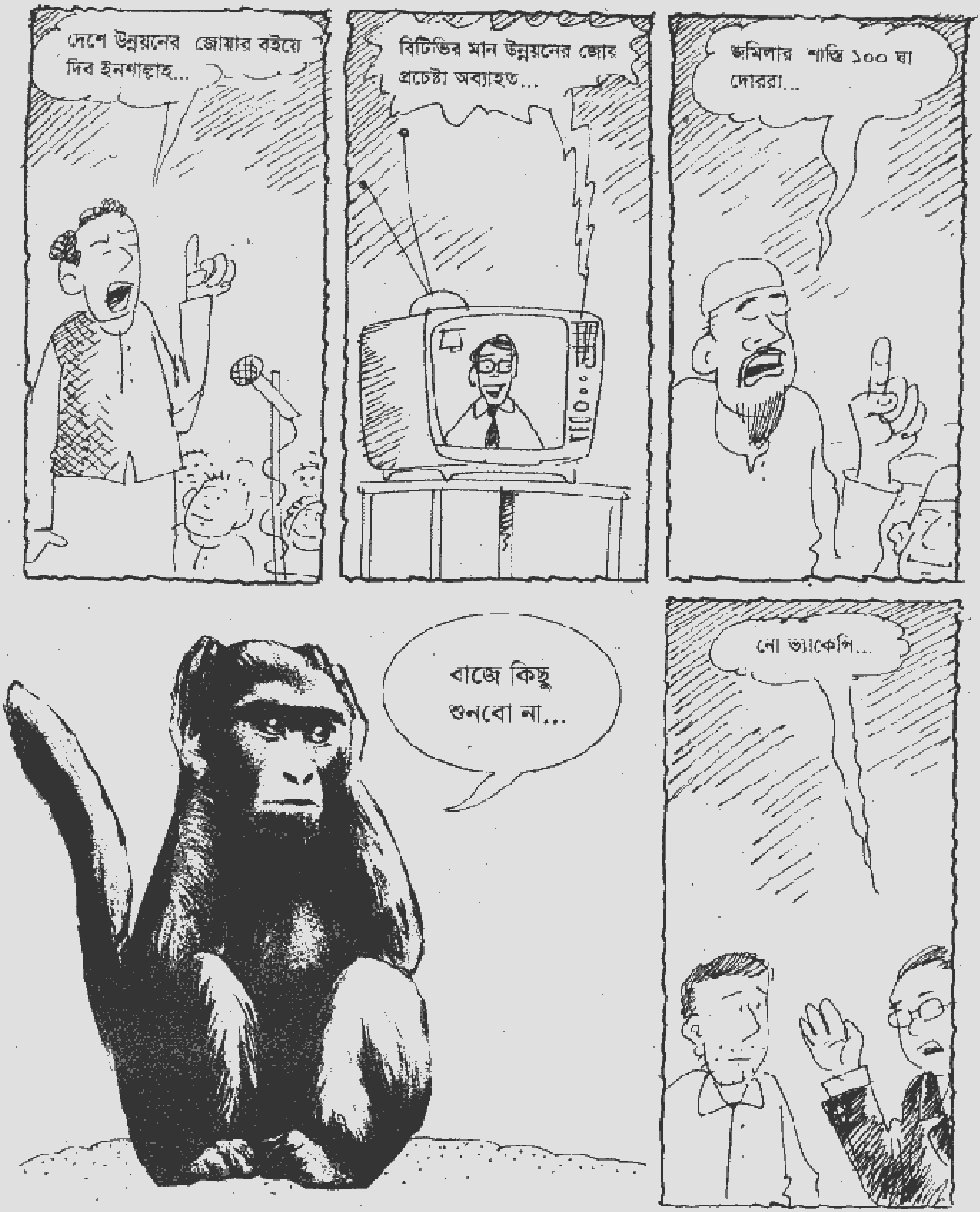
দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিব ইনশাল্লাহ...
বিটিভির মান উন্নয়নের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত...
জমিলার শাস্তি ১০০ ঘা দোররা...
বাজে কিছু শুনবো না...
নো ভ্যাকেন্সি...

ফুলিশ জনতার প্রকাশ্য ভাব বিনিময়...
আসাদ গেট থেকে নিউ মার্কেটের গিট্টু জ্যাম...
মশা মারতে কামান দাগা...
বাজে কিছু দেখবো না...
সেই চিরচারিত অন্ধকার...বার বার..

আইন শৃঙ্খলা আমাদের সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রনে...
বেয়াই সাহেব তাহলে ঐ একটা ৩২ ইঞ্চি কালার টিভি আর ৫০ হাজার টাকা নগদ আর...
আয় যাইগা...
বাজে কিছু বলবো না...
উন্মাদ আগামী সংখ্যা থেকে হাসির হবে...

যারা নিয়মিত বিটিভি দেখেন তারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন সরকারি বেসরকারী অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে গ্রামের স্কুল শিক্ষকদের একেটা বড় ভূমিকা থাকে। তারা প্রায়শই তাদের মতামত গ্রামবাসিদের জানিয়ে থাকে... 'হ মাস্টর সাব ঠিকই কইছেন ' বলে গ্রামবাসী তা মেনে নেয়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা গ্রামবাসীদের নানা বিষয়ে জ্ঞান দিতে এতই ব্যস্ত যে স্কুলে পড়ানোর সময় তাদের আদৌ হয় কিনা সন্দেহ! তো পড়াশুনা বাদে তারা আর কি কি কাজে গ্রামবাসীকে উপদেশ দিতে পারে তারই একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা....

গ্রামের শিক্ষকদের আরও যা করনীয়

কাজী তাপস

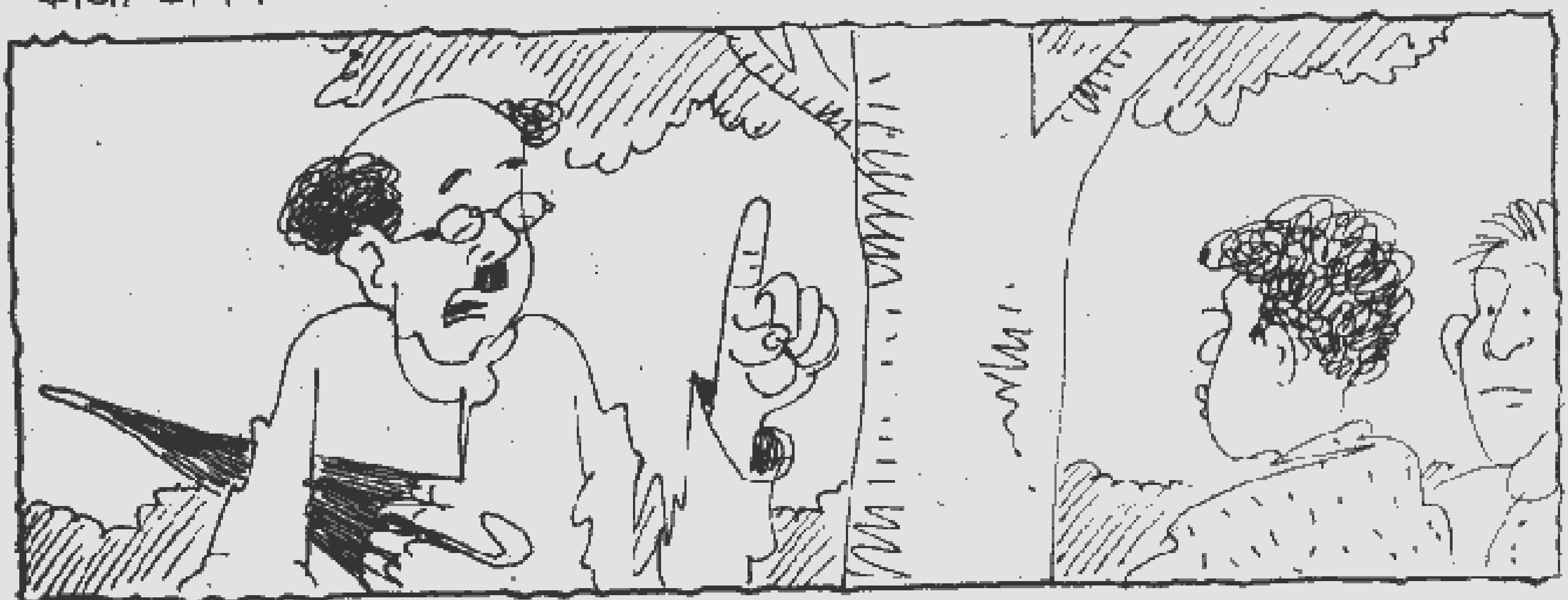

১/ কোন ঢেউ টিন ব্যাবহার করলে ঘর বেশী দিন টিকবে সে সম্পর্কে জ্ঞা ন দেয়া...

২/ কোন টিভি অধিক টেকশই সে সম্পর্কে লেকচার দেয়া...

৩/ কোন জন্মনিয়ন্ত্রন সামগ্রী ব্যবহার করলে দেশ ও জাতির জন্য উত্তম সে সম্পর্কে তথ্যপূর্ন লেকচার...

৪/ কোন দলকে ভোট দিলে দেশ ও জাতির যুগপৎ উন্নয়ন (!) অবশ্যম্ভাবী তার উপর বিতং চাপাবাজি...

৫/ জাটকা মাছ ধরা না ধরার উপর বক্তৃতা...

৬/ কোথায় পায়খানা করলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে তার উপর ভাষন...

৭/ ডাইরিয়া রোগ কেন হয়, তার প্রতিকারের উপর জ্ঞান দান...

৮/ বনজ সম্পদ সংরক্ষন ও গাছ লাগানোর উপর বক্তৃতা...

৯/ দেশীয় লুঙ্গির উপরও হালকা পাতলা লেকচার হতে পারে...

১০/ কোন পত্রিকা (উন্মাদ) পাঠ করলে দেশ-জাতি রসাতলে যাবে তার উপর....

কোরবানী ঈদ প্রায় সমাগত। গরুকুল মহান আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছে...আর তাই তাদের সম্মানে বাংলা ছবিতে তাদের ভূমিকা নিয়ে এই বিতং ফিচেল ফিচারটুন...

বাংলা ছবিতে গরুর ভূমিকা

আহসান হাবীব

Bangladesh World

Bangladesh World

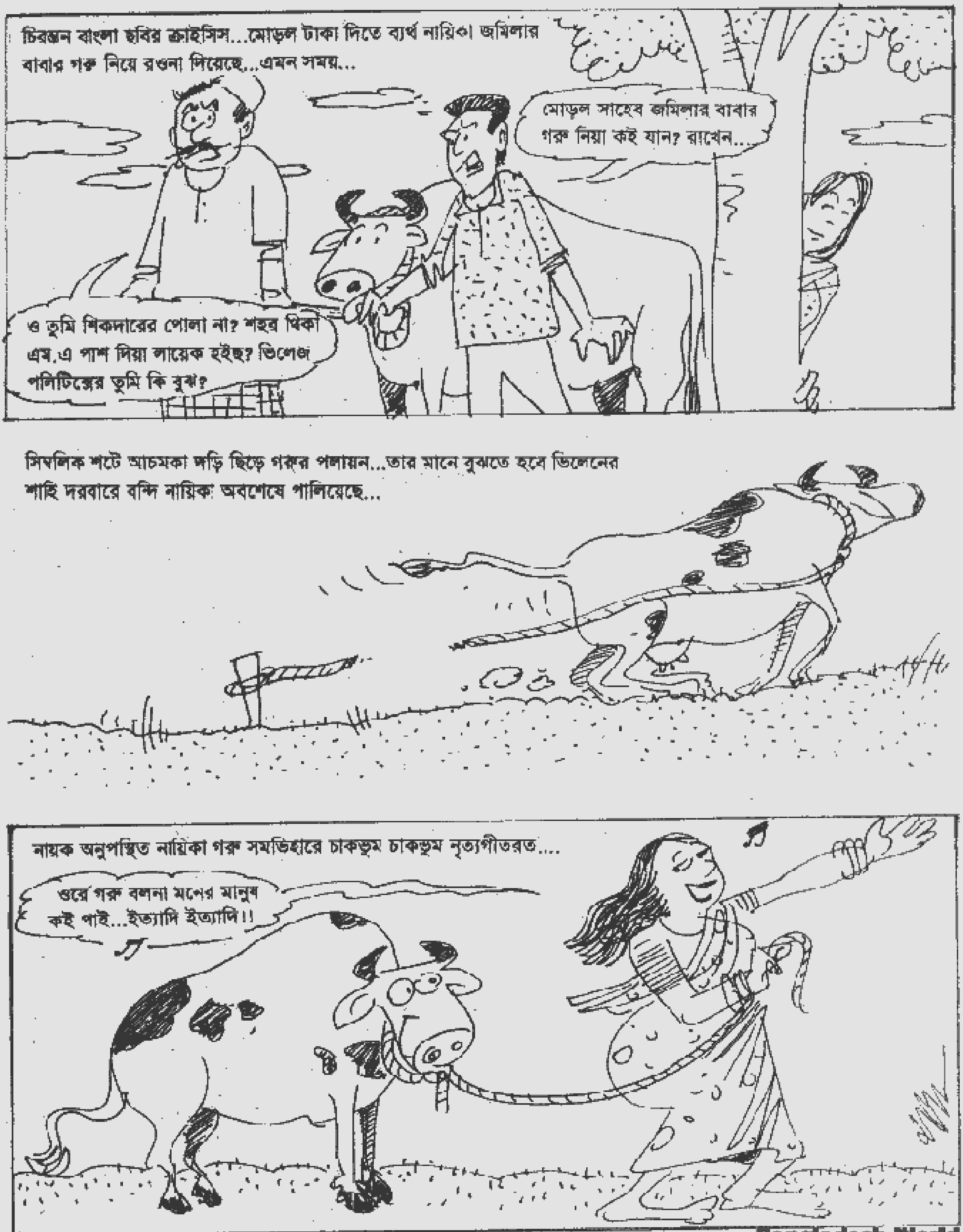
চিরন্তন বাংলা ছবির ক্রাইসিস...মোড়ল টাকা দিতে ব্যর্থ নায়িকা জমিলার বাবার গরু নিয়ে রওনা দিয়েছে...এমন সময়...
মোড়ল সাহেব জমিলার বাবার গরু নিয়া কই যান? রাখেন...
ও তুমি শিকদারের পোলা না? শহর থিকা এম.এ পাশ দিয়া লায়েক হইছ? ভিলেজ পলিটিক্সের তুমি কি বুঝ?
সিম্বলিক শটে আচমকা দড়ি ছিঁড়ে গরুর পলায়ন...তার মানে বুঝতে হবে ভিলেনের শাহি দরবারে বন্দি নায়িকা অবশেষে পালিয়েছে...
নায়ক অনুপস্থিত নায়িকা গরু সমভিব্যাহারে চাকভুম চাকভুম নৃত্যগীতরত....
ওরে গরু বলনা মনের মানুষ কই পাই...ইত্যাদি ইত্যাদি!!

চোখে চোখে অনেক কথাই হয়... চোখের ভাষার শেষ নেই... সেই চোখে চোখে কথা নিয়ে এই চোখাচোখি কথার ফিচারটুন...

চোখে চোখে কথা

ওবায়দুল গনি চন্দন

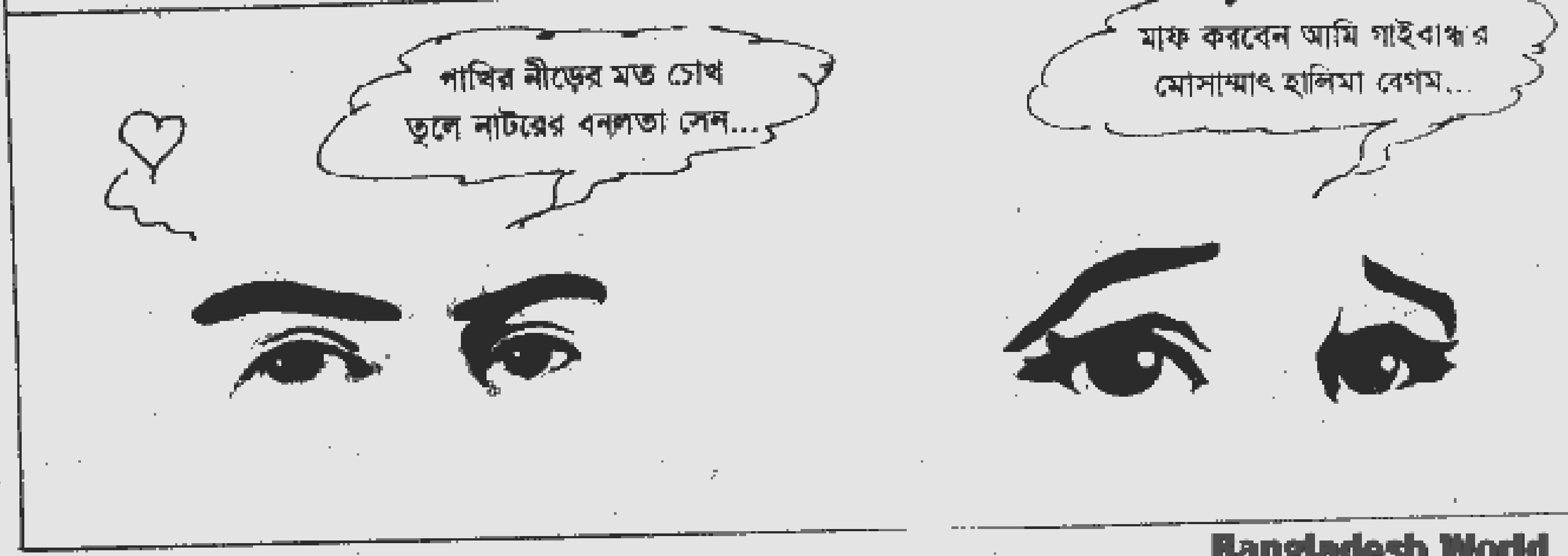

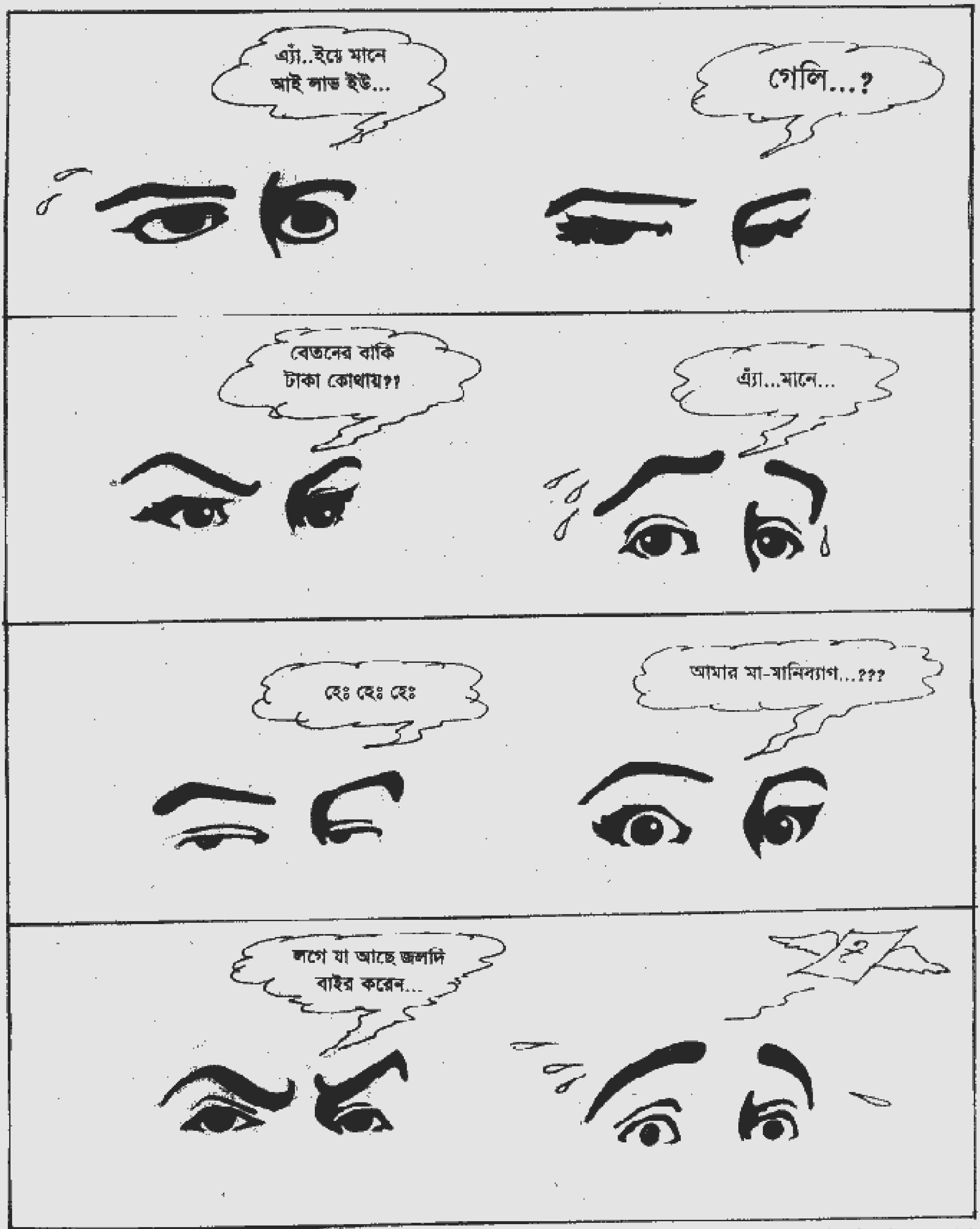

Bangladesh World

মানুষের সৌন্দর্য রক্ষার্থে চুলের ভূমিকা অপরিসীম। টেকো মাথা ছাড়া সব লোকেরই চুল ছাঁটার একটা নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। বহুল প্রচালত কয়েকটি চুলের ছাঁট নিয়েই আমাদের এবারের...

হরেক রকম ছাঁট

ওবায়দুল গনি চন্দন

কদম ছাঁট

যার চুল খুব ঘন কোঁকড়ানো
চিরুনী চালানো দায়,
সে লোকের শুনি আয়না দেখাটা
কখনো কী শোভা পায়?

মাথাটা তাদের কদম ফুলের
মতোই দেখতে লাগে,
সেলুনে গেলেই দেয়তো এদের
কদম ছাঁটটা আগে।

বাটি / লোটা ছাঁট

মাথার ওপর বসিয়ে বাটিটা
তারপর কাটে চুল,
এটাকেই নাকি বাটি ছাঁট কয়
একটুও নয় ভুল।

যাদের মাথাটা খানিকটা গোল
শরীরটা বেশ মোটা,
এ ছাঁটের পর মাথা দেখলেই
মনে হয় নাকি লোটা।

আর্মি ছাঁট

চেহারাটা পাল্টিয়ে যায়
চুলের ওপর টর্চার,
এ ছাঁট দিলেই রেহাই মেলে
সাবান শ্যাম্পু খরচার।

আর্মিরা চুল এইভাবে ছাঁটে,
কিন্তু অনেক লোকে-
এই ছাঁটে নিজেকে আর্মি ভাবেন
জানি না কিসের ঝোঁকে।

বাউলা ছাঁট

এই ছাঁট নিতে সেলুনে যাবার
দরকার নেই, তবে-
রোজ রোজ চুলে একপোয়া তেল
মাখতে কিন্তু হবে

তেলের পরশে ঘাড় বেয়ে চুল
নেমে হয়ে যায় আউল,
শহরে ও গ্রামে এই ছাঁটকে ই
লোকজন বলে ' বাউলা '।

রোনাল্ডো / বেল ছাঁট

গরম এলেই ঘামাচিতে
জীবন ত্যাড়া ব্যাড়া,
কেউ সেলুনে ঢুকেই তো তাই
মাথা করেন ন্যাড়া।

রোনাল্ডো বা বেল ছাঁট এর
হয়েছে নামকরণ,
এ ছাঁট দিয়ে বেলতলাতে
গেলেই কিন্তু মরণ।

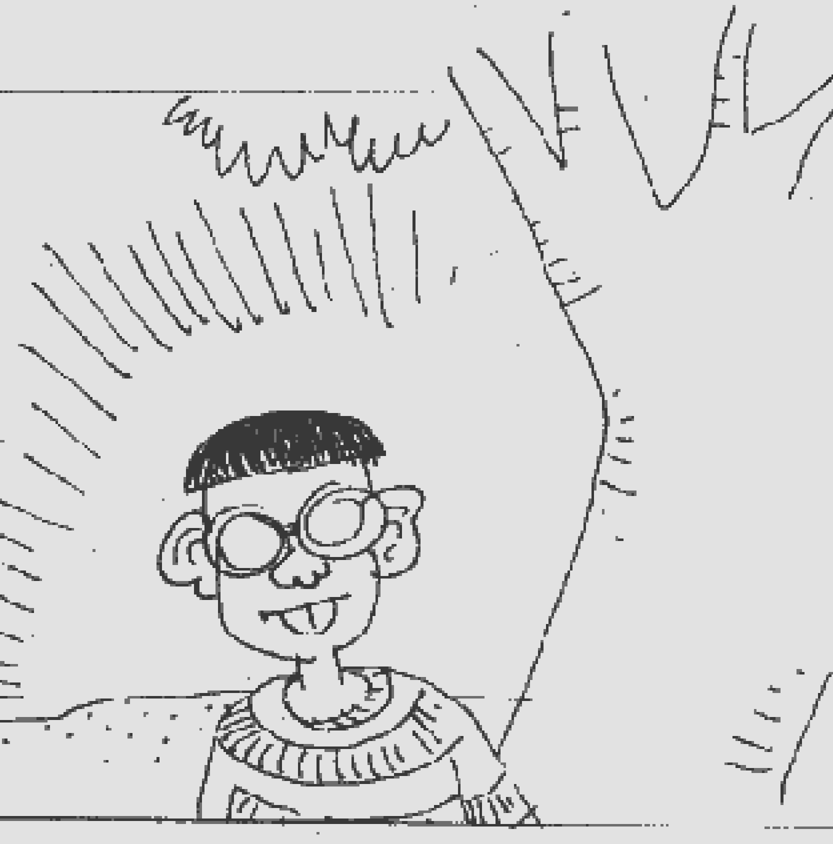

উন্মাদ ছাঁট

মাথায় যদিও উইগ পরা রয়,
তাও উন্মাদ ডাঁটে-
পরচুলাকে সাইজ করে নেয়,
গাছতলাতেই ছাঁটে।

একেক সময় একেক পোজে
হয় সে কন্ডার তাই,
পরচুলা না পরা ছাড়া
কোনই গতি নাই

Bangladesh World

ওয়েস্টার্নঃ দ্যা মিসিং ম্যাড!

হাসান খুরশীদ রুমী

Bangladesh World

Bangladesh World

Bangladesh World

আজকাল বই পুস্তক সিনেমায় ভুতের ছড়াছড়ি। তাই আমাদের উন্মাদের বিশেষ গবেষনা সেল কর্তৃক এক জরিপ চালিয়ে [কিছু ভূতের ইন্টারভ্যু সহ] আমরা ভুতের প্রকারভেদ করেছি তাই নিয়ে এই ফিচারটুন...

আহসান হাবীব

ভূত প্রেত!!

ভূত প্রেত!! ভূত!! প্রেত!! ভূত প্রেত!!

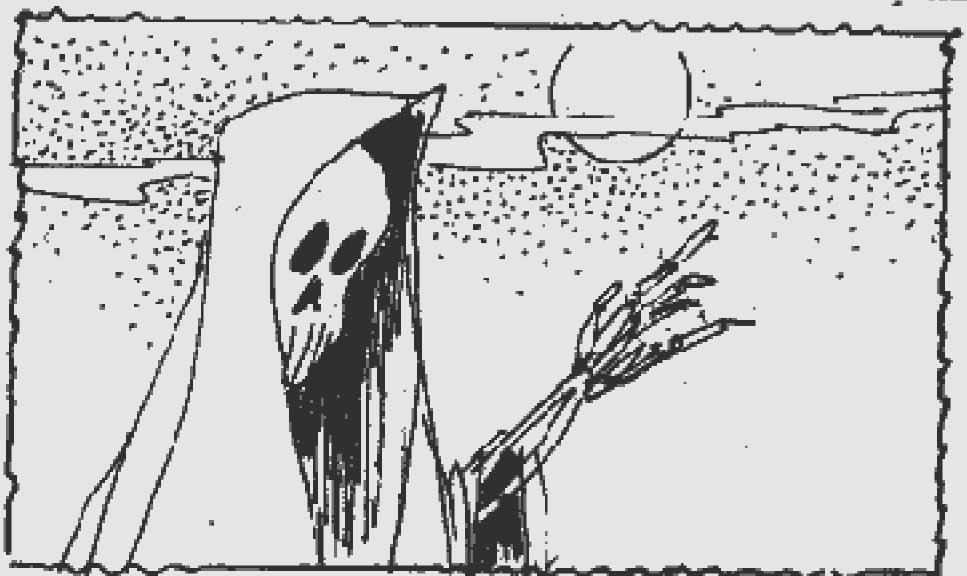

সার্বজনিন ভূতঃ

এই ভূত বই পুস্তক ম্যাগাজিনের ছবিতে বেশী দেখা যায় বলে পাঠকের কাছে এই ভূত বিশেষ পরিচিত। তাই বাস্তবে কেউ এই ভূতের সামনে পড়ে গেলে ভয় না পেয়ে বরং ' হাই হ্যালো ' জাতীয় আওয়াজ দিয়ে বসে ফলে এই ভূত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ ঢেকে পিটটান দেয়।

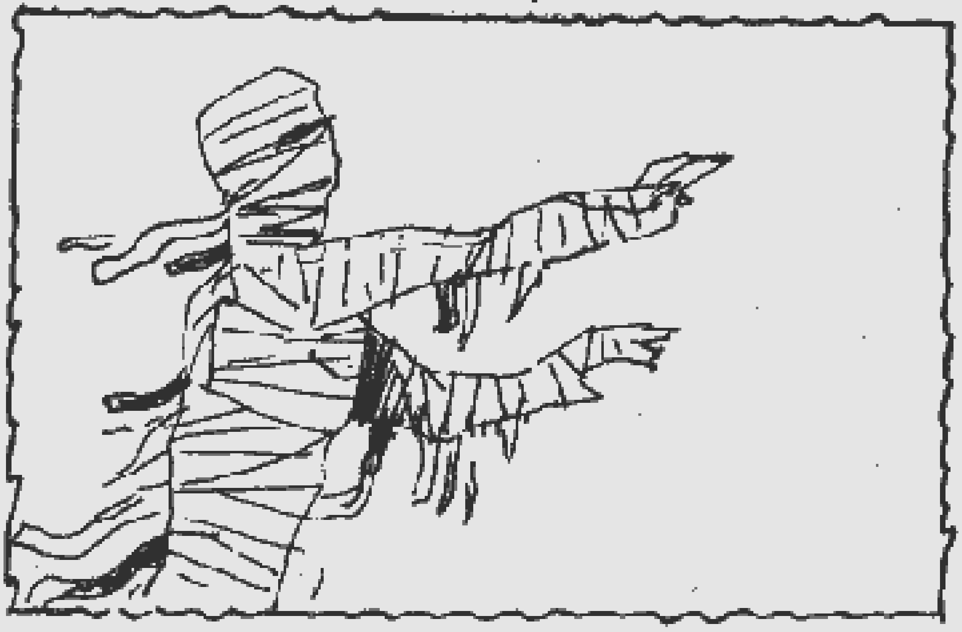

ব্যান্ডেজ ভূতঃ

হাসপাতালের আশে পাশে এই ভূত বেশী দেখা যায় সারা গায়ে ব্যান্ডেজ বাধা এই ভূত চোখে বেশী দেখে না বলে বার বার উস্টা খায়। উল্টা পাল্টা ব্যান্ডেজের কারনে নিজেকে সামলাতেই বেশী ব্যাস্ত থাকে... মানুষকে ভয় দেখানোর বেশী সময় পায় না। উল্টা হাসপাতালের ব্যান্ডেজ চোর মনে করে হাসপাতালের লোকজন চিকনে ধোলাই দিয়ে দেয়।

Bangladesh World

কানা ভূতঃ

এই কানা ভূত কবরস্থানের আশে পাশে বেশী ঘুর ঘুর করতে দেখা যায়। এর সাথে আবার সব সময় একটা বাদুর ফেউয়ের মত লেগে থাকে অনেকটা এ্যান্টেনা হিসেবে কাজ করে বাদুরটা। বাদুর দেখেই বুঝতে হবে আশে পাশে কানা ভূত আছে।

শিংগি ভূতঃ

শিংওয়ালা এই ভূতের আওয়াজই বেশী, বাস্তবে একে কেউ দেখলে ভাবে এ্যারাবিয়ান নাইটসের কোন মেকাপ দেয়া পারফর্মার...তখন উল্টো 'গেলি' বলে আওয়াজ দেয়। শিংগি ভুত তখন লজ্জা পেয়ে পারতপি কোরবানী গরুর হাটে গা ঢাকা দেয়।

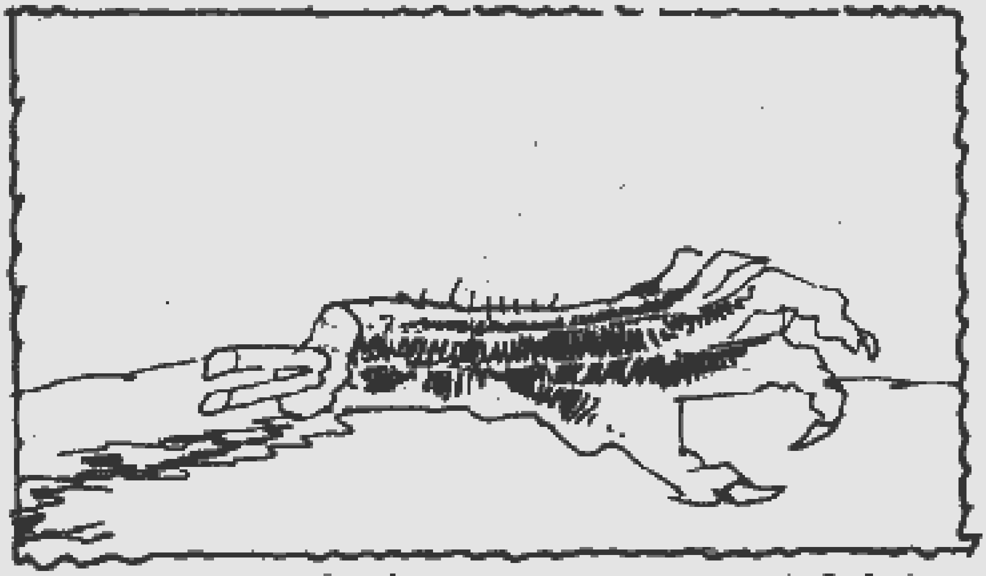

কব্জি ভূতঃ

এই ভুতের শরীব নেই, খালি হাত মানে কব্জিটা। শিবিরের কাজ কিনা কে জানে। কব্জি ভুত মাকড়শার মত ফর ফর করে আগায় মাঝে মাঝে পাবলিকের পাড়া খেয়ে ঝিম মারে কিছুক্ষন, ফের আগায়...তবে চান্সমত এ একবার গলা চিপে ধরলে খবর আছে।

ওয়েস্টার্ন ভূতঃ

বিদেশী ছবিতে এই ধরনের ভুত বেশী দেখা যায় কেউ কেউ অবশ্য একে আমাদের দেশের রাক্ষসের ভাই খোক্কস বলে ভুল করে। তবে এ মূলত ভূত। পোলাপান ঘুম পাড়াতে এ ভুতের ভয় দেখানো বিশেষ কার্যকর।

Bangladesh World

গলা ভূতঃ

এই ভূত সবসময় গলে গলে পরে বলে একে গলা ভূত বলা হয়ে থাকে। এই ভূত আগুনের কাছে বিশেষ ভিড়ে না বলে আগুন কাছে থাকলে এই ভূতও কাছে ভিড়ে না। তাই ধূমপায়ীরা এই ভূত থেকে নিরাপদ। তবে গলে পড়া ন্যাকা মেয়েদের দেখলে এই ভূত পিছ ছাড়ে না। কাজেই ন্যাকা মেয়েরা সাবধান।

ছায়া ভূতঃ

এই ভূত অন্ধকারে আচমকা নিঃশব্দে সামনে এসে দাড়ায়, সে সময় যে কেউ পরনের কাপড়ে ' ইয়ে ' করে দিতে বাধ্য...তবে ছায়া ভূত যদি কথা বলে উঠে... ' লগে যা আছে জলদি বাইর কর ' তবে বুঝতে হবে ওটা ভূত না হাইজ্যাকার!

পেত্নী ভূতঃ

পেত্নী আমাদের দেশের লোকাল ভূত। শ্যাওড়া গাছের ডালে ক্যাওড়া দিয়ে বসে থাকে। নিচ দিয়ে কেউ গেলে পেচ্ছাপ করে ভিজিয়ে দেয়। তবে এ ভূত ভয় দেখানোতে ওস্তাদ। নাকি সুরে মাঝ রাত্তিরে যখন বলে উঠে ' কঁই যাঁস?' তখন উপর থেকে আর ভিজতে হয় না নিচ থেকেই নিজে নিজে ভিজে উঠে।

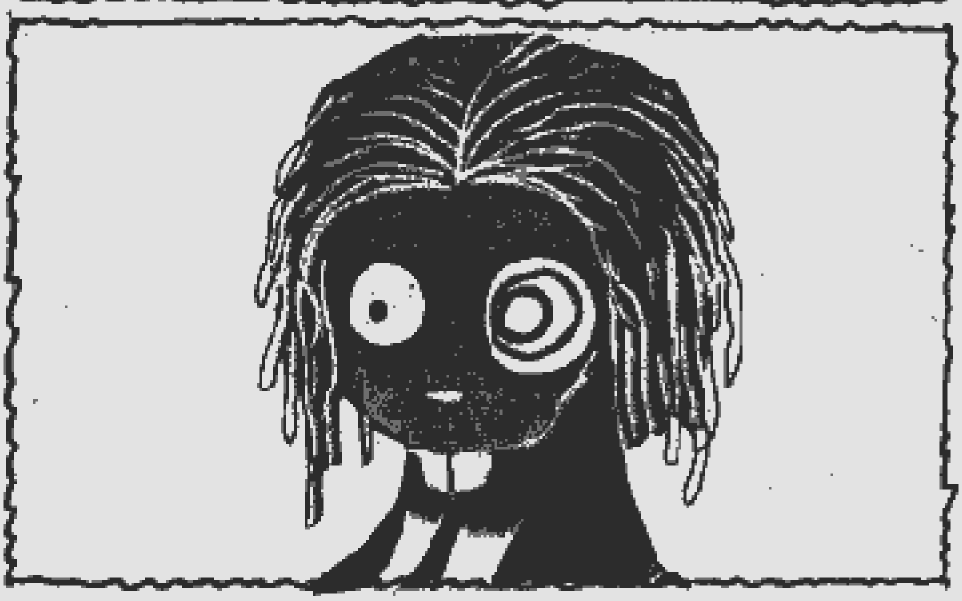

উন্মাদ ভূতঃ

এই ভূতের চেহারা অনেকটা উন্মাদের মত বলে একে অনেকে উন্মাদ ভূত বলে । এর কাজকারবারও উন্মাদীয়, সব জায়গায় আঙ্গুল দেয়ার চেষ্টা করে বলে ভূত মহলে এ বিশেষ অজনপ্রিয়। তবে মানুষ মহলে আবার এর জনপ্রিয়তা আছে। উন্মাদ অফিসে এই ভূত প্রায়ই আসে।

Bangladesh World

যারা দূরপাল্লার বাসে যাতায়াত করেন তারা নিশ্চয়ই ' ডাইরেক্ট বাস' ' গেইট লক বাস ' ' বিরতিহীন বাস ' ইত্যাদি বাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন । আর যারা ওয়াকিবহাল নাই তাদের জন্য এই ফিচার...

বাস...

তানভির ইবনে কামাল

ডাইরেক্ট বাসঃ

এই বাসের কন্ডেক্টার ক্রমাগত 'ডাইরেক্ট ' 'ডাইরেক্ট 'বলে চেঁচাতে থাকে...এবং প্রতি স্টপেজে থেমে থেমে ঐ একই সুরে ' ডাইরেক্ট' 'ডাইরেক্ট ' বলে গলা ভেঙ্গে ফেলে । কোন যাত্রী প্রতিবাদ করলে কন্ডাক্টর খেকিয়ে উঠে...তার নাক বরাবর ডাইরেক্ট ঘুসি বসিয়ে দেয় । তারপর আর কি একদম ডাইরেক্ট মারামারি লেগে যায়...যাত্রা স্থগিত...পুলিশ... অবরোধ...হরতাল...

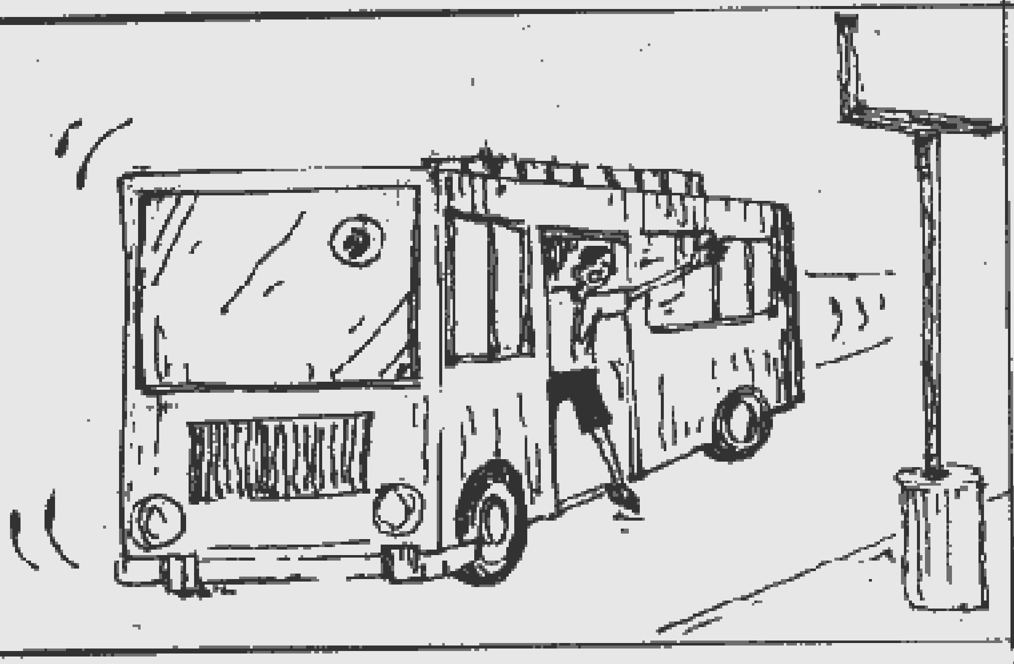

গেইট লক বাসঃ

এ বাস বাস্তবিক গেইট লক।এর গেটে একবার কোন মতে উঠতে পারলে ঐ গেটেই একদম লক হয়ে যেতে হবে নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু...এবং একসময় পকেটের মানিব্যাগ আনলক হয়ে কোথায় যে হাওয়া হয়ে যাবে টেরও পাবেন না...

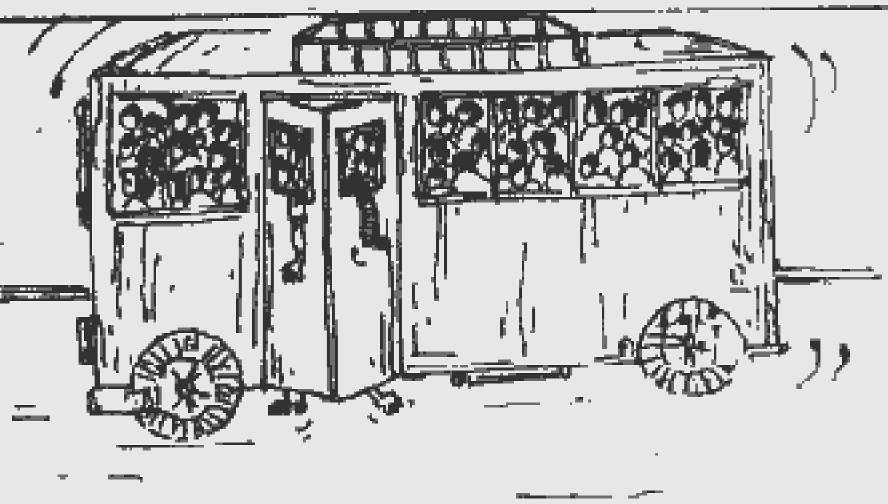

Bangladesh World

বিরতিহীন গেইট লকঃ

এদের গেইট লক বিরতিহীন কেননা এদের গেইটের লকে গোলমাল আছে গেইট একবার লেগে গেলে আর ইহজনমে খোলে না, ফলে যাত্রীদেরকে জানালা দিয়ে উঠা নামা করতে হয়...

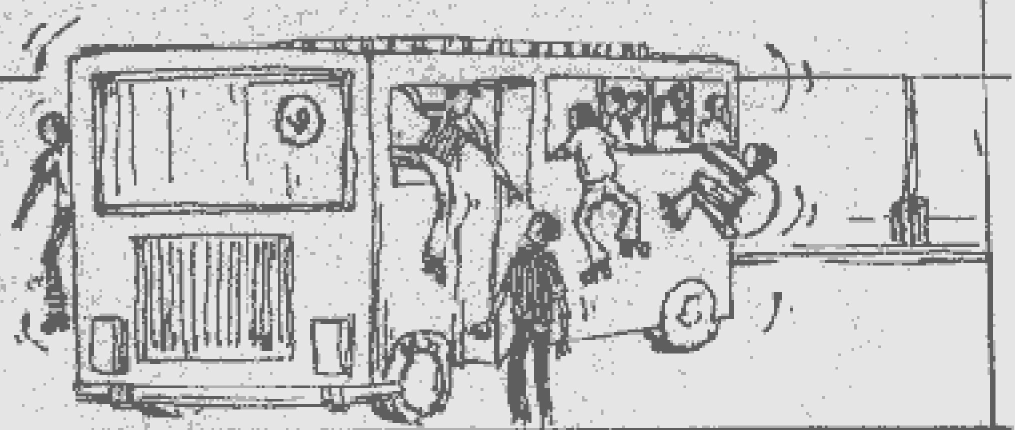

খোদার কসম গেইট লকঃ

যারা গেইট লক বাস আসলেই গেইট লক কিনা বিশ্বাস করেন না তারা এই বাসে উঠতে পারেন...খোদার কসম এ বাসে উঠেও তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ হবে ...এমতাবস্থায় যাত্রীরা ক্ষেপে গিয়ে যখন নেমে যেতে উদ্যত হয় তখন আর নামতে পারে না কেননা তখন সত্যিই গেইট লক।

বিরতিহীন বাসঃ

বিশ্বাস না হলেও সত্যি যে এই বাস সত্যিই বিরতিহীন... কোথাও থামে না, কেননা এ বাসের ব্রেক নেই। চলন্ত অবস্থায় এ বাস ডজন খানেক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সোজা কোন নদী বা খালে নেমে বিরতিহীন সাবমেরিন হিসেবে পরপারের দিকে বিরতিহীন যাত্রা শুরু করে... [ইন্না....]

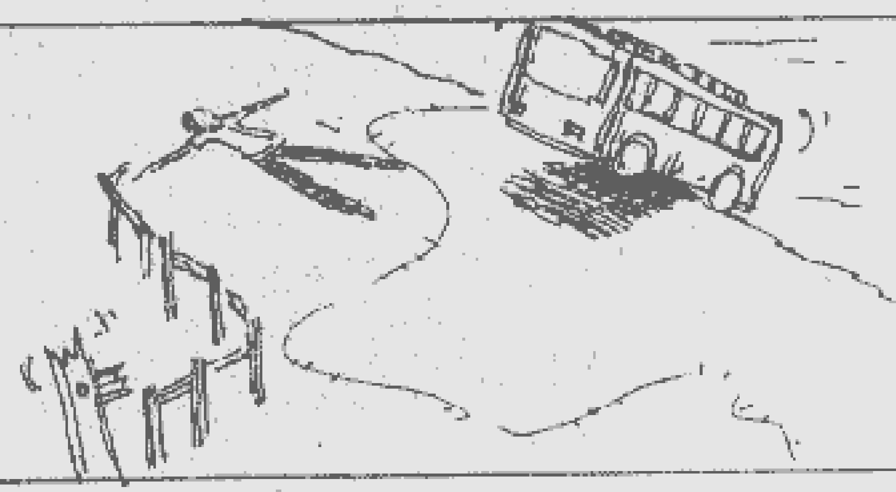

গেইট লক সিটিং সার্ভিসঃ

যথারীতি এ বাসের গেইট লক না হলেও এর সিটিং সার্ভিস একদম লক অর্থাৎ এর সীটে কেউ একবার বসলে একদম লক হয়ে যায়, গন্তব্যে পৌঁছেও আর উঠতে পারে না...হাটুর সাথে বাসের চাপা সীটে এমন গিট্টু মেরে যায় যে উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করলে সীটসহ খুলে আসতে চায় বলে তারা বসেই থাকে...ফের ফিরতি ট্রিপে ফিরে আসে...এবং এ ভাবেই চলতে থাকে...নিরন্তর...

একটি আদর্শ গরু রচনা

শাহেদ ইকবাল

[গরু নিয়ে প্রথম রচনা কে লিখেছিল জানা যায় না। তবে আমাদের দেশে গরু রচনা মুখস্ত করেনি এমন ছাত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এভাবেই চলে আসছে মোগল আমল থেকে ব্রিটিশ আমল, ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল, পাকিস্তান আমল থেকে বাংলাদেশ আমল। এখন স্যাটেলাইট যুগ। পৃথিবী বদলে গেছে, মানুষও বদলে গেছে। গরুও নিশ্চয়ই আগের অবস্থায় নেই। তাহলে আর আগের রচনা চলবে কেন? তাই এ যুগের গরু নিয়ে এবারের উন্মাদীয় রচনা।]

সূচনা ঃ গরু একটি উজবুক জাতীয় প্রাণী। এই প্রাণী নিজের উপকার করিতে পারে না, কিন্তু অন্যের উপকার করে। গিরিঙ্গি সভ্যানের লোকেরা গরুকে পোষ মানাইয়া নিজের কার্যোদ্ধার করে। এই জন্য ইহাকে গৃহপালিত প্রাণী বলা হয়।

প্রকারভেদ ঃ গরু মূলত দুই প্রকার-- চতুষ্পদ ও দ্বিপদ। যেমন ঃ

১। চতুষ্পদ গরু ঃ চতুষ্পদ গরুর দুইটি কান, দুইটি শিং ও একটি লেজ আছে। লেজের শেষমাথায় এক গোছা চুল আছে। তাহার দেহ ছোট ছোট লোমে আবৃত। তাহার নিচের চোয়ালে এক পাটি দাঁত আছে। চতুষ্পদ গরু আবার পাঁচ প্রকার ঃ পাগলা গরু, লড়াইয়ের গরু, ধর্মের ষাঁড়, বলদ ও গাভি।

২। দ্বিপদ গরু ঃ দ্বিপদ গরুর শিং থাকিলেও তাহা দেখা যায় না। লুঙ্গি-পায়জামা পরার কারণে লেজও দেখা যায় না। ইহারা দুইপায়ে ভর করিয়া চলাফেরা করে। ইহাছাড়া চতুষ্পদ গরুর সহিত ইহাদের আর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। পন্ডিতগণ গবেষণা করিয়া নয় প্রকার দ্বিপদ গরুর সন্ধান পাইয়াছেন। যেমন ঃ

(ক) রাজনৈতিক গরু ঃ এই গরু রাজনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের চামড়া বেশ মোটা হইয়া থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মিটিং, মিছিল ও টাকালিং-এর জন্য ইহাদের ভাড়া করা হয়। ইহারা প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও ভুষি খাইয়া থাকে। কোরবানীর গরুর মত ইহাদের মাথায় লালপট্টি বাঁধা থাকে। গোলমালের সময় ইহাদের মৃত্যুর খবর বিবিসির মাধ্যমে জানিতে পারা যায়।

(খ) অর্থনৈতিক গরু ঃ এই গরু জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখে। কিন্তু পরিণামে কিছু পায় না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া যাহা পায়, তাহা অন্যে কাড়িয়া লয়। এই গরুকে জাতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড বলা হইলেও ইহাদের জীবনের বিনিময়ে অন্যের মেরুদন্ড শক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের জীবনের ট্র্যাজেডি গ্রীক ট্র্যাজেডিকেও হার মানায়।

(গ) কোরবানীর গরু ঃ এই গরু কোরবানীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহারা আবার দুই প্রকার ঃ সাধারণ কোরবানীর গরু ও স্থায়ী কোরবানীর গরু। সাধারণ কোরবানীর গরু কোরবানীর ঈদে পাওয়া যায়। অন্য সময় এই গরু পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থায়ী কোরবানীর গরু সারাবছর পাওয়া যায়। ইহারা রাস্তায় ট্রাকের নিচে কোরবানী হয়, গুলিস্তানের মোড়ে পকেটমারের হাতে কোরবানী হয়, হরতালের সময় পিকেটারের হাতে কোরবানী হয়, স্টেডিয়ামে পুলিশের হাতে কোরবানী হয়, হাসপাতালে ডাক্তারের হাতেও কোরবানী হয়। ইহাদের

জীবন জটিয়া মাছের মত ক্ষণস্থায়ী।

(ঘ) রোমিও গরু ঃ এই গরু কুয়েত মৈত্রী হল, রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের সামনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নিজেকে সুদর্শন ভাবিয়া গায়ে দুই কেজি পাউডার ও সোয়া এক লিটার পারফিউম মাখিয়া জানালার কাঁচের সমান সানগ্লাশ চোখে ঝুলায়। তারপর রহিমাকে জরিনা ভাবিয়া টাংকি মারিতে গিয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনে। ইহাদের শরীর ইনজামামুল হকের মত হওয়ায় ঢাকাইয়া মাস্তানেরা সুযোগ পাইলেই ইহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া থাকে।

(ঙ) আঁতেল গরু ঃ ইহারা অনেককিছু বুঝিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে না। তাই শেষপর্যন্ত অন্যদেরকে বুঝাইবার দায়িত্ব লয়। সেই দায়িত্ব পালন করিতে করিতে ইহাদের কপালে একপ্রকার ভাঁজ পড়িয়া যায়। অল্পবয়সে চোখে ছানি পড়ে। ইহারা সেই চশমা পরিয়া যাহা দেখা যায় না তাহাও দেখিবার চেষ্টা করে। অবশেষে কোন বইমেলায় বা গেদারিং-এ জাতিকে জ্ঞানদান করিতে গিয়া ক্ষিপ্ত জাতির হাতে প্রচুর উত্তম-মধ্যম খাইয়া থাকে।

(চ) ফেনসিডিল গরু ঃ এই গরু টিএসসি, শাহবাগের মোড় ও যে কোন পার্কে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দল বাঁধিয়া চলাফেরা করে। ইহারা খোলা আকাশের নিচে ফেনসিডিল খাইয়া অর্থনৈতিক মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য আহাজারী করে। কিন্তু তাতে জাতির কোন লাভ না হইয়া নিজেদের আরও ক্ষতি হইতে থাকে।

(ছ) সুইসাইড গরু ঃ এই গরু জীবনে যাহা চায়, তাহা পায় না। আবার যাহা পায়, তাহা চায় না। ফলে একসময় এরোসল খাইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়। কিন্তু বাজারে আসল এরোসল না থাকায় আত্মহত্যা করিতেও প্রচুর বেগ পাইতে হয়। অবশেষে আমড়া গাছের ডালে রোমিও লুঙ্গি গলায় জড়াইয়া আত্মহত্যা করে। কিন্তু কেন আত্মহত্যা করিতেছে তাহা না বলিয়া 'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়' জাতীয় আজগুবি কথাবার্তা লিখিয়া যায়।

(জ) এমনি এমনি গরু ঃ ইহাদেরকে 'আজাইরা গরু'ও বলা হয়। এই গরু সারাজীবনেও বুঝিতে পারে না সে কেন জন্ম নিয়াছে। অবশেষে একদিন সে মারা গেলে অন্যরাও বুঝিতে পারে না কেন এই গরু মারা গিয়াছে। কাঁটাবন, বিশ্বরোড ও অন্যান্য এলাকার বস্তিতে এই গরু বেশি বেশি দেখা যায়।

(ঝ) উন্মাদ গরু ঃ পূর্বে এই গরু শুধু হেমায়েতপুর পাগলা গারদে দেখা যাইত। কিন্তু পাগলদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু না থাকায় বর্তমানে এই গরু সারাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বইমেলার 'উন্মাদ' স্টলে, ৫০ টিপু সুলতান রোডে এবং ধানমন্ডির বিশেষ এলাকায় ইহাদের বেশি বেশি দেখা যায়। বিশেষ ধরনের চশমা ও দাঁতের জন্য ইহাদের চিনিতে কোন অসুবিধা হয় না। তবে চিনিতে পারিলেও নিকটবর্তী থানায় বা হাসপাতালে খবর দেওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। তার আগেই (" পরিদর্শক...ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!

খাদ্য ঃ আগেকার দিনে গরু ঘাস, খড়, লতাপাতা, বিচালী, কলাগাছ, কুড়া, খৈল, ভাতের মাড় প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারন করিত। বর্তমানে ইহারা স্যান্ডউইচ, বার্গার, চিকেন কর্ণ স্যুপ তেহারি ইত্যাদিও খাইয়া থাকে।

উপকরিতা ঃ গরু অতি উপকারী প্রাণী। গরুর চামড়া দিয়া চমৎকার ডুগডুগি বানানো যায়। গরুর শিং দিয়া হকিস্টিক ও গরুর খুর দিয়া মাথার ক্লিপ তৈরি করা হয়। গরুর গোবর বুদ্ধি বাড়ানোর কাজে লাগে। তাই বুদ্ধিজীবীরা এই গোবর মাথায় মালিশ করিয়া থাকেন।

বিনোদন ঃ পৃথিবীর নানা দেশে গরুর লড়াই বিনোদন হিসাবে প্রচলিত আছে। গরু দেহের কসরৎ দেখাইয়া কোস্টার, মিনিবাস, গুলিস্তানের মোড় ও শেয়ারবাজারে মানুষকে প্রচুর আনন্দ দিয়া থাকে।

Bangladesh World

অতিথি পাখির বিদায়...

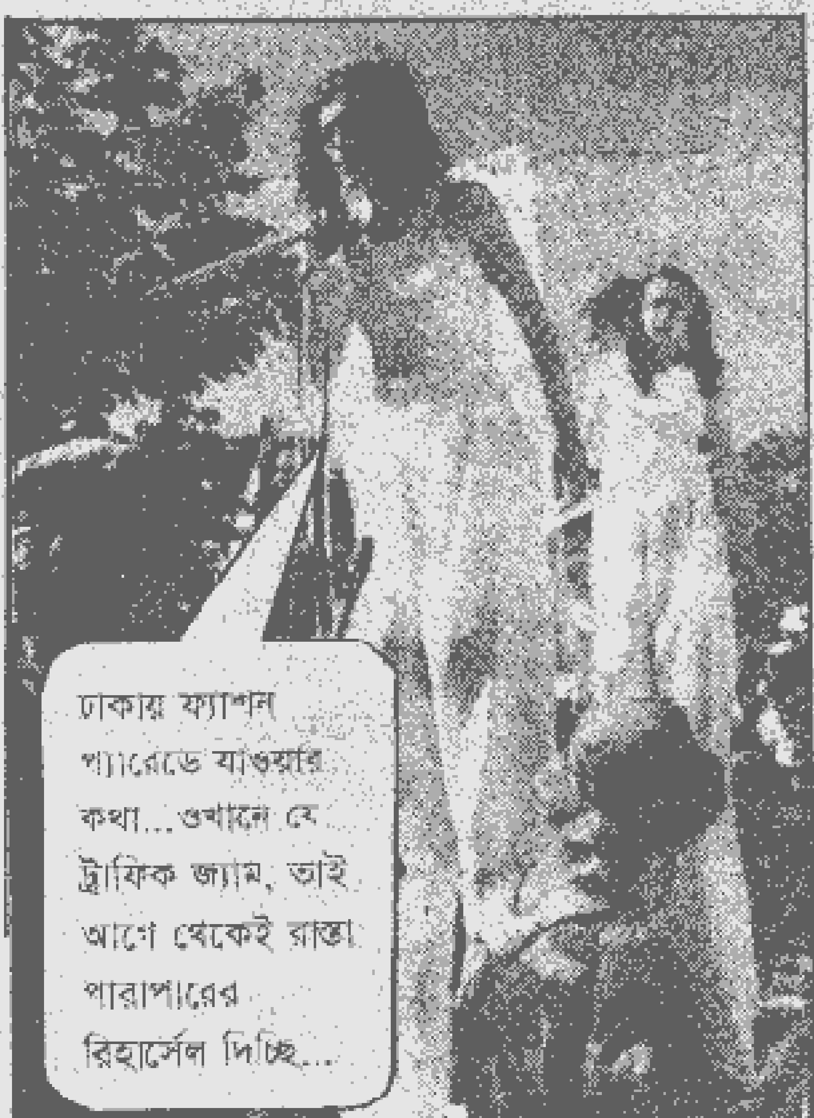

কলম্বিয়ায় রণপা পায়ে ফ্যাশন প্যারেড...

মশাল মিছিলে হঠাৎ বোমাবাজি...

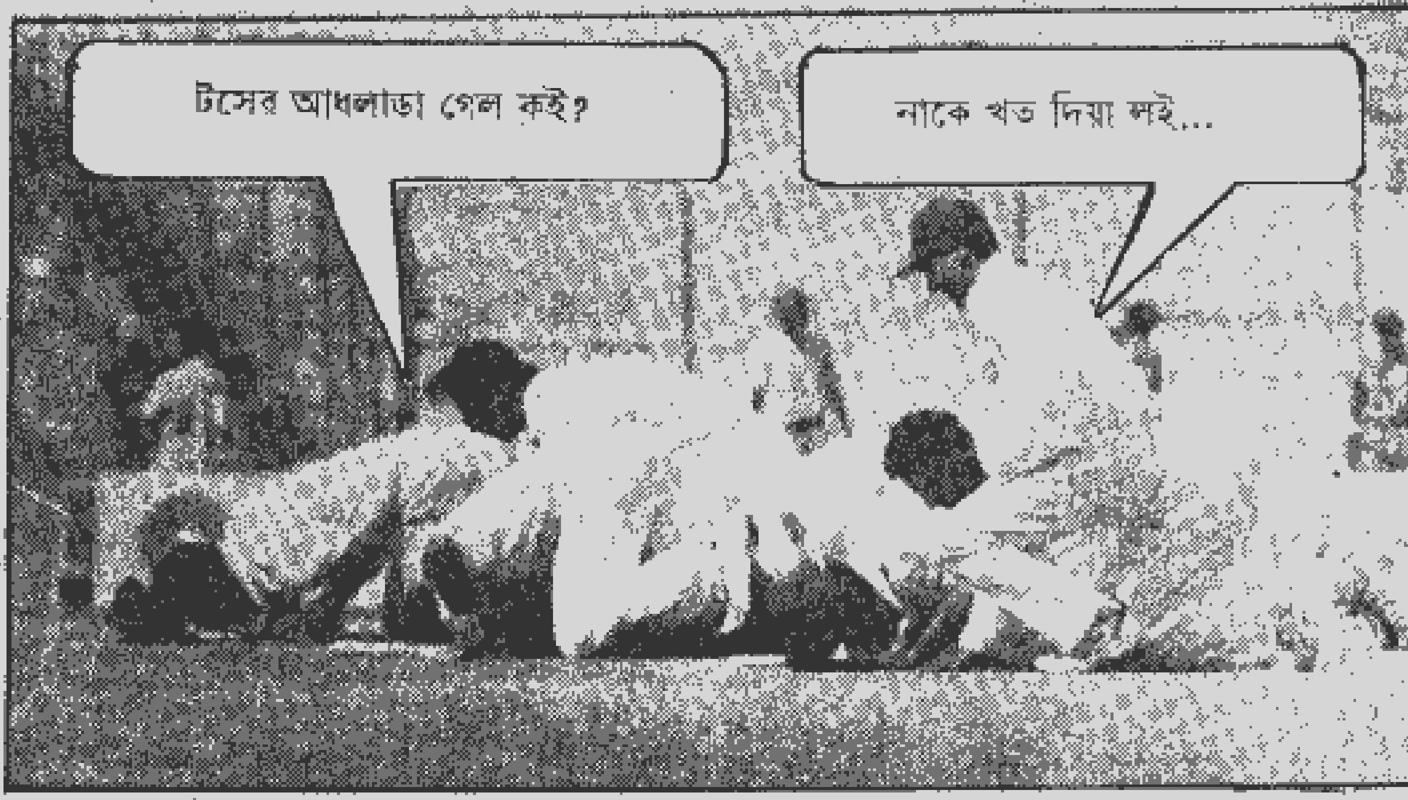

ইডেনের মাঠে পাকিস্তানী দল...

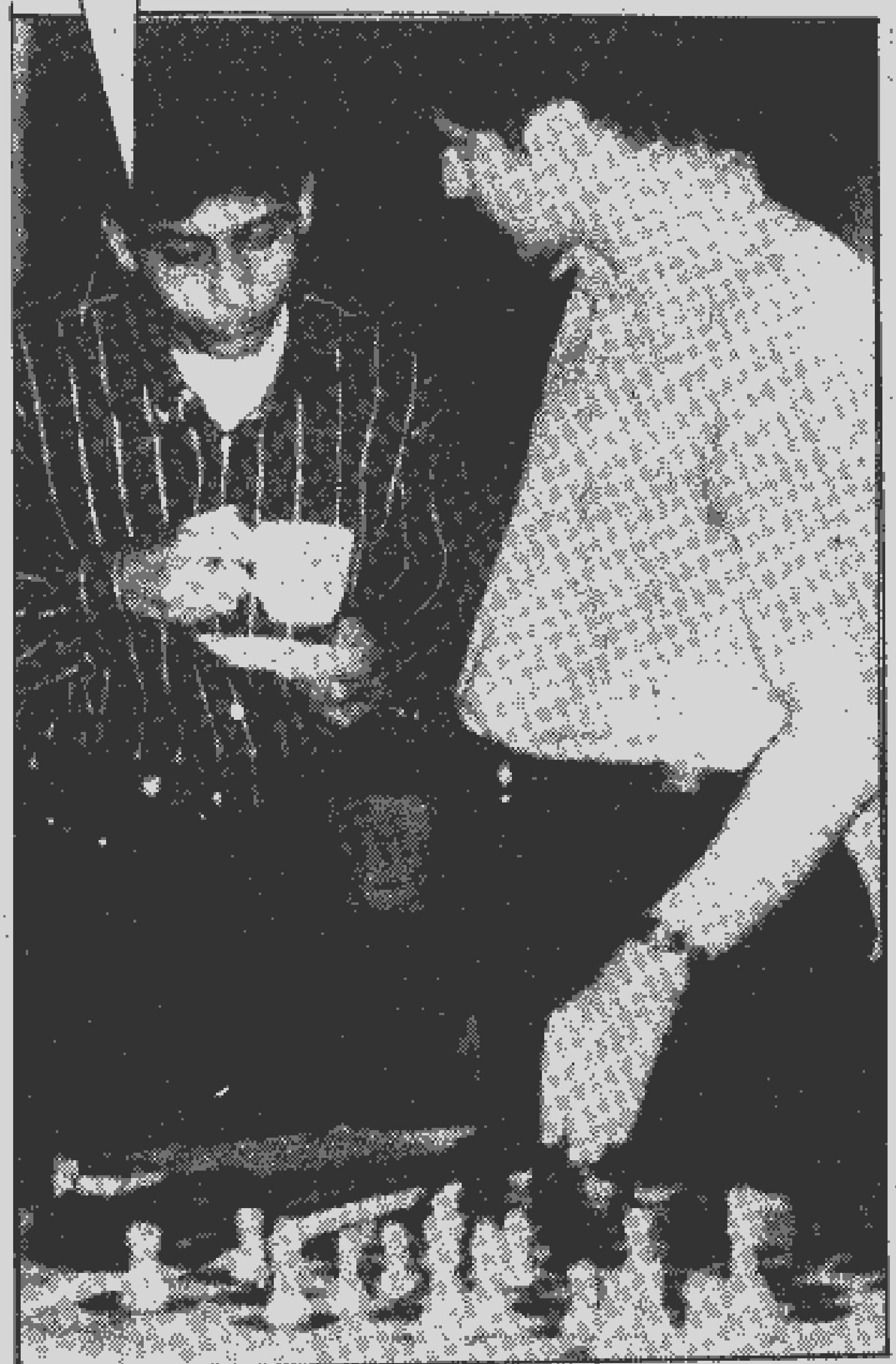

দাবারু ইভানি সুলমান ও রাজীব...

চিড়িয়াখানায় অবহেলার শিকার হরিণকুল...

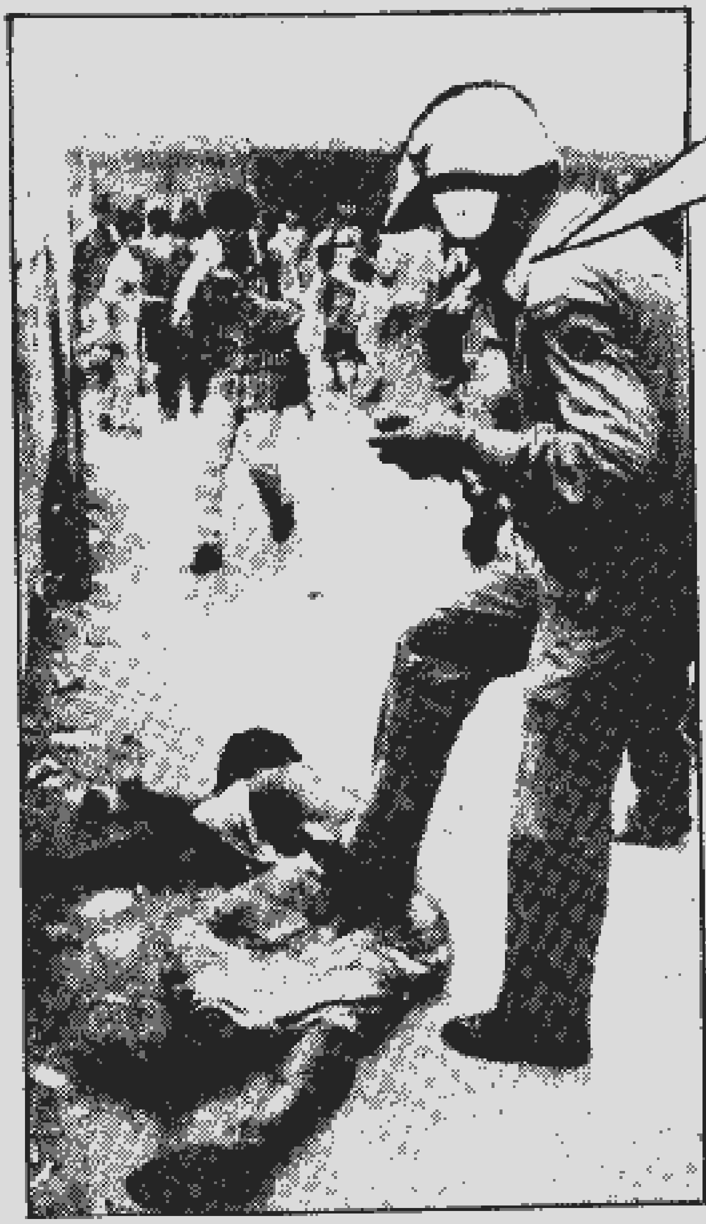

হরতালে পুলিশি এ্যাকশন...

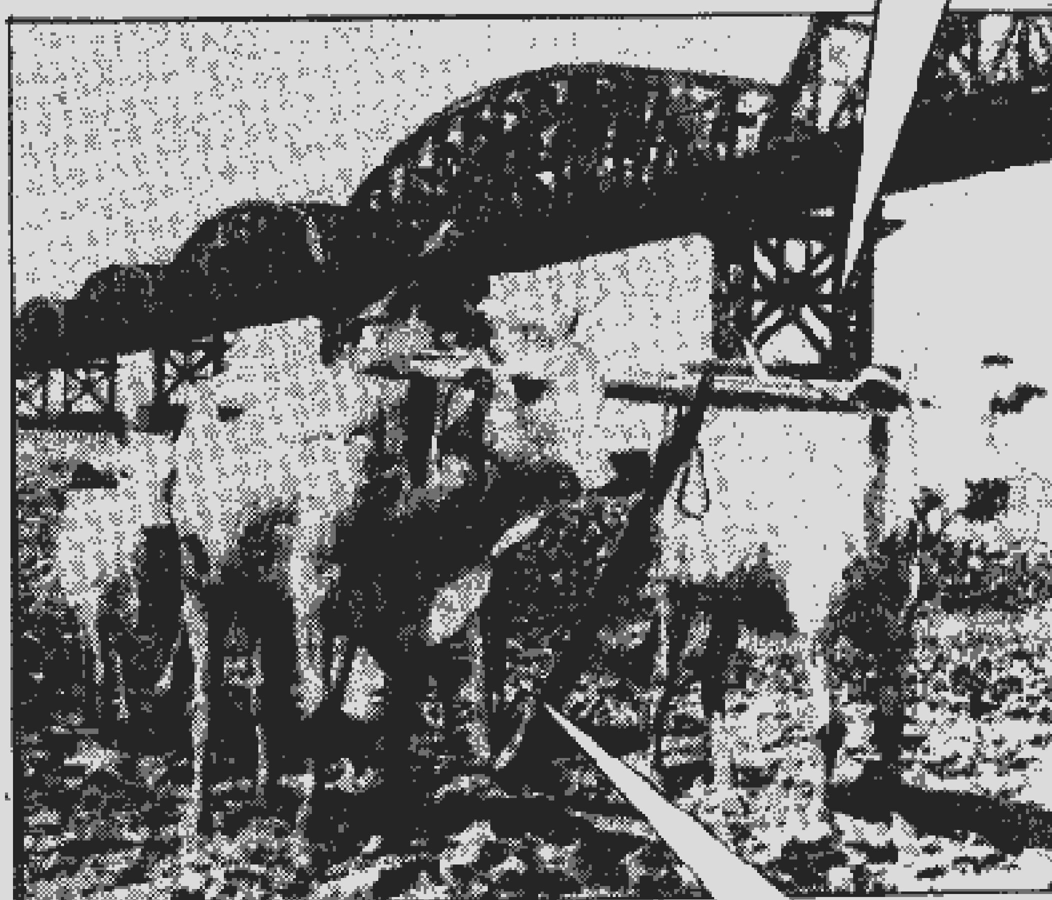

হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে হালচাষ...

হরতালের দিন রাস্তায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট...

ছবি ভোরের কাগজের সৌজন্যে

গরু একটি উপকারী প্রানী এর শরীরের সব অংশই আমাদের কাজে লাগে, সে কারনে এবারের কোরবানী ঈদের ফ্যাশনে আমরা গরুর শরীরের প্রতিটি অংশ কাজে লাগিয়ে তৈরী করেছি কোরবানী ঈদ ফ্যাশন...

কোরবানী ঈদ ফ্যাশন

আজিজুল আবেদীন

Bangladesh World

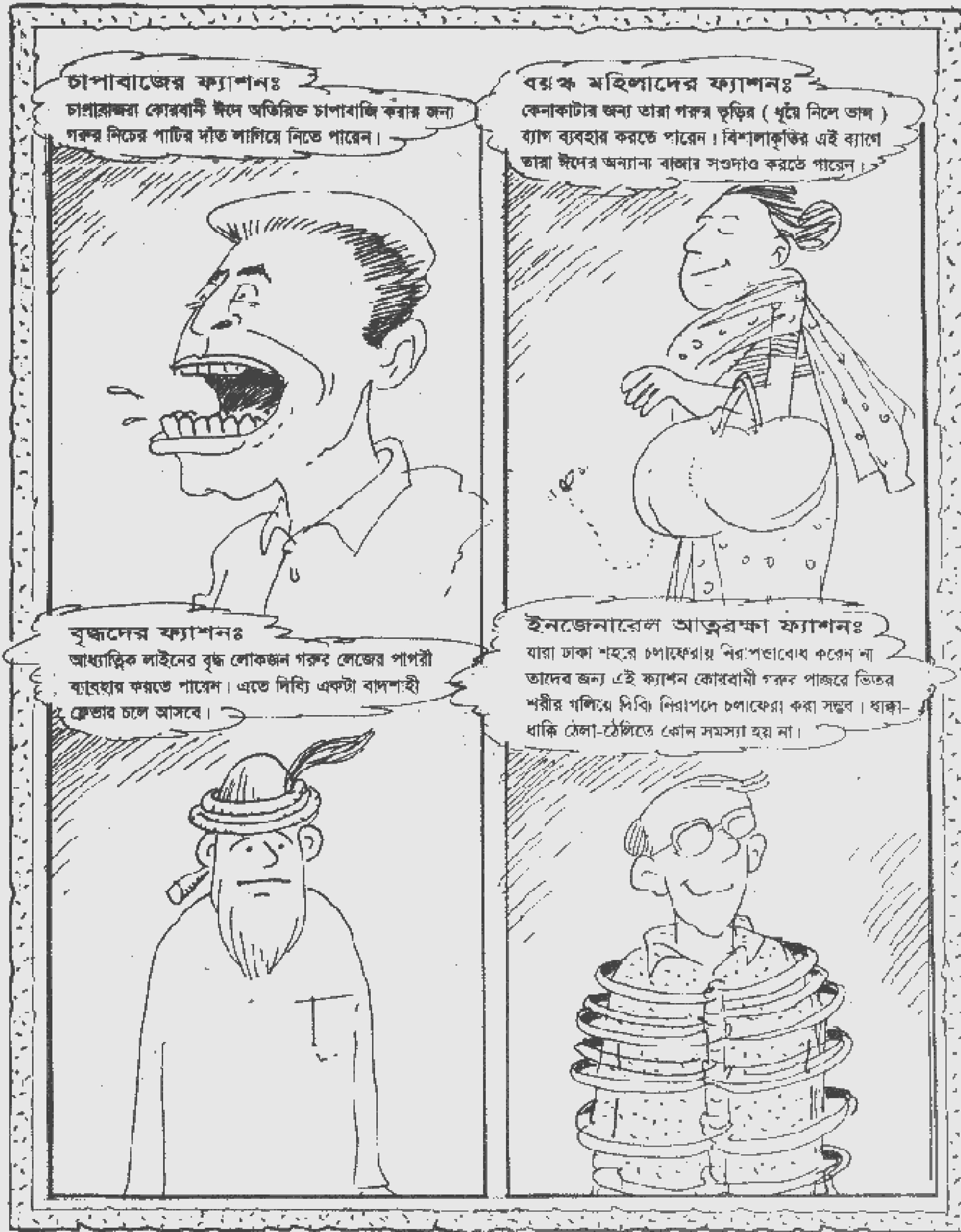

Bangladesh World

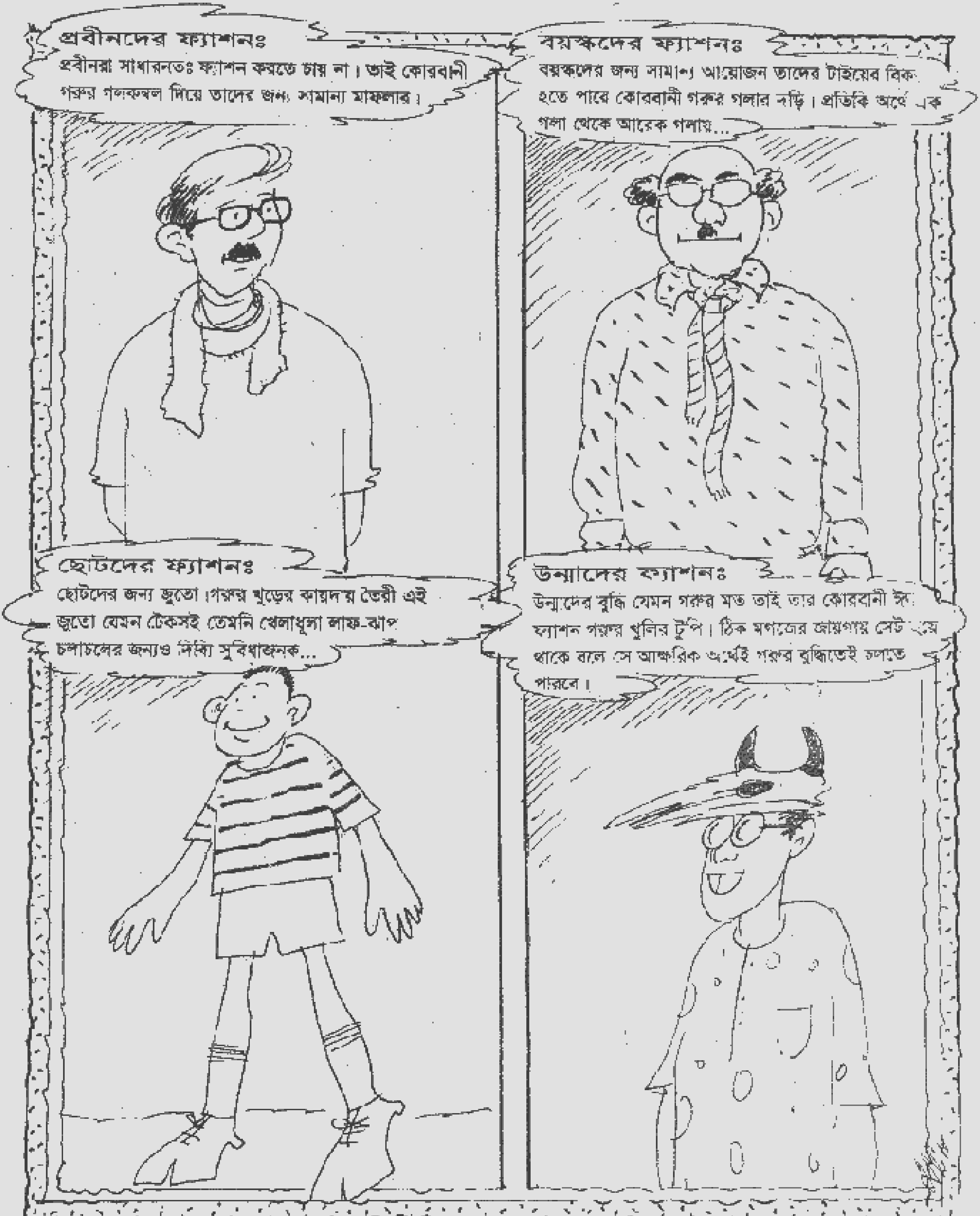

Bangladesh World

উন্মাদীয় সমস্যা যে হারে উন্মাদ অফিসে আসতে শুরু করেছে তাতে করে জরুরী ভিত্তিতে মনে হচ্ছে ' বিশেষ উন্মাদ সমস্যা গবেষনা সেল' খুলতে হবে। সে যাই হোক পাঠকদের মনে রাখতে হবে উন্মাদীয় সমস্যা যেমন উন্মাদীয় সমাধানও কিন্তু স্রেফ উন্মাদীয়ই...

সমস্যার উন্মাদীয় সমাধান!

এমরান
চিড়িয়াখানা রোড
মিরপুর, ঢাকা।

জিরাফ আমার প্রিয় প্রাণী প্রায়ই চিড়িয়াখানায় গিয়ে জিরাফ দেখতাম, সেজন্যে কিনা জানি না আমার গলাটা দিন দিনই জিরাফের মত লম্বা হয়ে যাচ্ছে কি করি?

০ কদিন রেগুলার চিড়িয়াখানা গিয়ে জলহস্তি দেখুন...ঠিক হয়ে যাবে।

মোঃ রফিকউল্লাহ
বাবর রোড
মোহম্মদপুর
ঢাকা

আবৃত্তি করা আমার শখ। সেদিন আপনার উন্মাদের একটি ছড়া আবৃত্তি করতে গিয়ে আমার ভোকাল কর্ডে গিট্টু লেগে গেছে এ গিট্টু কি করে ছুটাই বলবেন কি?

০ ওবায়দুল গনি চন্দনের ছড়া হয়ে থাকলে এ গিট্টু ছুটার সম্ভবনা নেই। রোমেন রায়হানের ছড়া হয়ে থাকলে কিছু সম্ভবনা আছে। এই সংখ্যায় রোমেনের ছড়াটি রাত তিনটায় আবৃত্তি করার চেষ্টা করুন, গিট্টু ছুটলে ঐ ছড়ায় উল্লেখিত একহাড়ি মিষ্টি উন্মাদ কার্যালয়ে...

ছদরুল ইসলাম
রোকেয়া সরনী
ঢাকা

আমি সুন্দরী কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চাই কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সুন্দরীরা আমাকে পাত্তাই দেয় না [উল্লেখ্য আমার গায়ের রং রুটসের কুল্লা কিস্তের মত, নাকটা ডান দিকে টাল খাওয়া, দাঁত সামনের দিকে উদ্যত ডান কান আছে তবে বাম কান মিসিং.... এখন আপনিই বলুন কি করে সুন্দরীদের সঙ্গে প্রেম করবো?

০ বিয়ের চিন্তা বাদ দিয়ে আপনি ইমিডিয়েট ' নিখিল বাংলাদেশ চিরকুমার সংঘের ' আজীবন সদস্যপদের জন্য আবেদন করুন।

Bangladesh World

রুপা খন্দকার
শানকি পাড়া
ময়মনসিংহ

একটা ছেলে আমাকে খুব বিরক্ত করছে প্রতিদিন আমি বাইরে বেরুলেই আমার পিছে পিছে ঘুর ঘুর করে...ছেলেটা দেখতে বিশ্রি ইঁদুরের মত। কি করি?

○ ইঁদুরের মত যখন সঙ্গে ন্যাপথলিন রাখুন। মাঝে মাঝেই পিছনে ছিটিয়ে দিবেন।

মোঃ ইসহাক
আজিম পুর
ঢাকা

গত বাংলা একাডেমি বইমেলায় উন্মাদের স্টল থেকে আপনাদের উন্মাদ ডাইজেস্ট কিনে, পড়ে আমার ডাইরিয়া হয়ে গেছে। স্যালাইন খেয়ে যাচ্ছি কিন্তু কিছু হচ্ছে না।
কি করি?

○ উন্মাদ ডাইজেস্ট আপনার ক্ষেত্রে আনডাইজেস্ট হয়ে গেছে...এক কাজ করুন উন্মাদের রেগুলার সংখ্যায় এক চিমটা উন্মাদের আইডিয়ার সঙ্গে একেমুঠা ছড়াটুন আর আধা সের রম্য রচনা ঘুটা ঘুটা দিয়ে সেবন করুন, ঠিক হয়ে যাবে...।

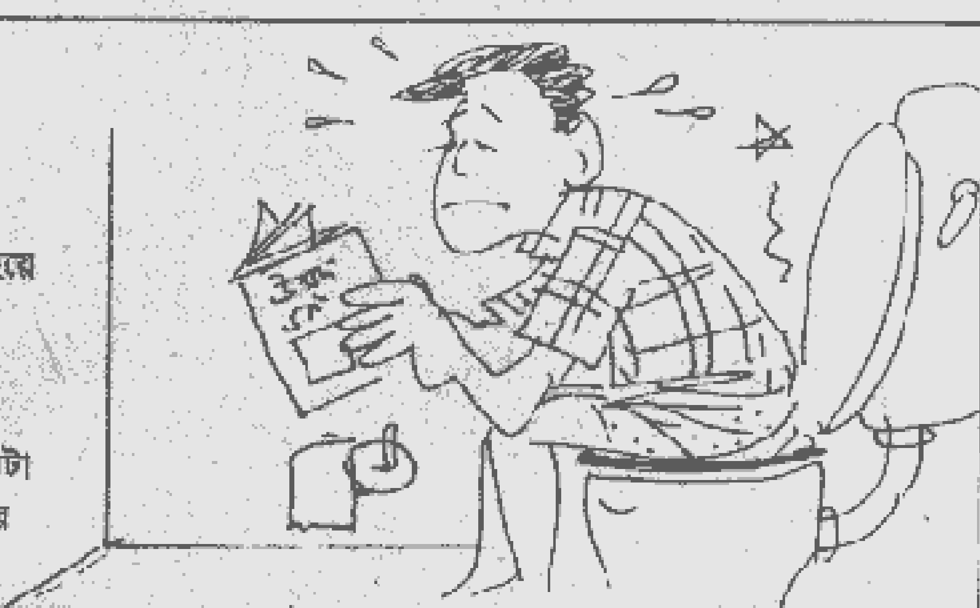

বাদল সরকার
বান্দরবন
চট্টগ্রাম

আমার ভুড়িটা দিনকে দিন এত বড় হচ্ছে যে কি বলবো...ইদানিং আমার আর লেখালেখির কাজে টেবিল দরকার হয় না ভুড়ির উপর রেখেই দিব্যি কাজ চলে যায়...তো ভুড়ি আমি কমাতে চাই না, আরো বড় কিভাবে করবো জানাবেন কি?

○ অপনেতো ভাই যেদ ভুড়ি কি করি 'র ব্যাবসা লাটে তুলবেন। ভুড়ি আরো বড় করতে চাচ্ছেন কেন? ডাইনিং টেবিল কেনার খরচ বাচাতে চাচ্ছেন? আইডিয়া মন্দ নয়। এক কাজ করুন ভুড়ি কমানোর চেষ্টা করুন তাহলেই দেখবেন ভুড়ি আরো বড় হচ্ছে...

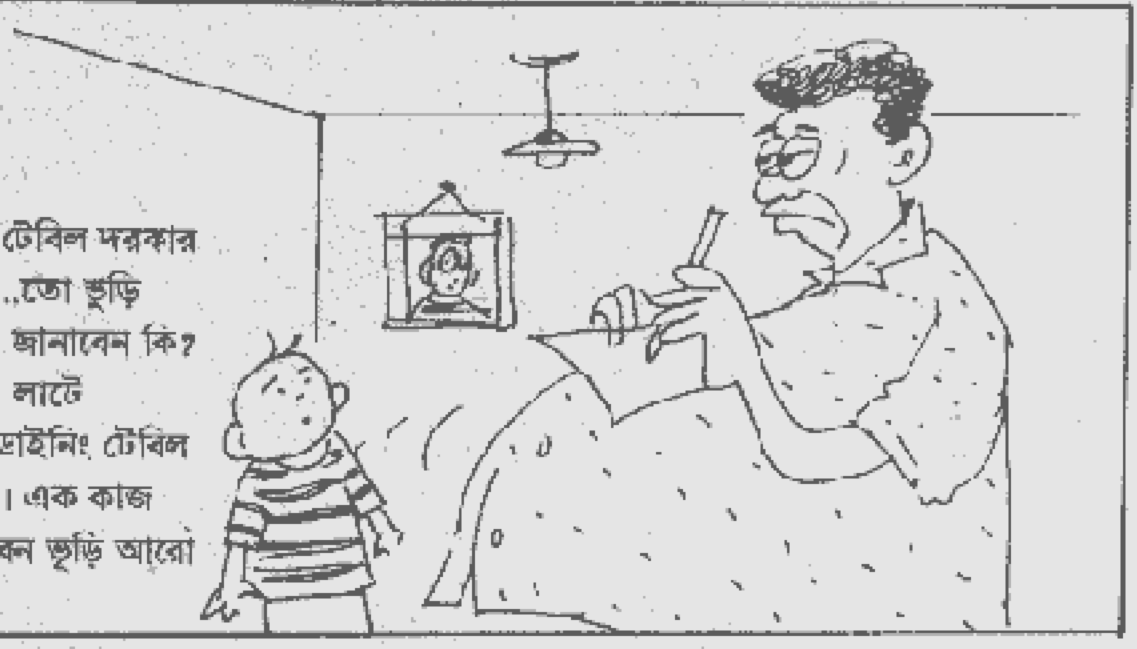

মোহম্মদ সাইফুল ইসলাম
রাজারবাগ
ঢাকা

আমার ঘুমিয়ে হাটার রোগ আছে। সেদিন ঘুমিয়ে হেটে হেটে আপনাদের উন্মাদ অফিসে চলে গিয়ে ছিলাম গিয়ে দেখি সম্পাদক মহাশয় তার মাথার ঘিলু [গোবর] ওয়াশ করছেন। তো ঐ দৃশ্য দেখে ফিরে আসার পর থেকে আমার গা থেকেও গোবরের গন্ধ বেরুচ্ছে ...কি করি?

○ ভুল করে সম্পাদক মহাশয়ের ব্রেন আবার আপনারটার সঙ্গে আদল বদল হয়ে যায়নি তো?

Bangladesh World

বিদেশী কার্টুনঃ সারজিও এ্যারাগনস্

হস্তগননা...?

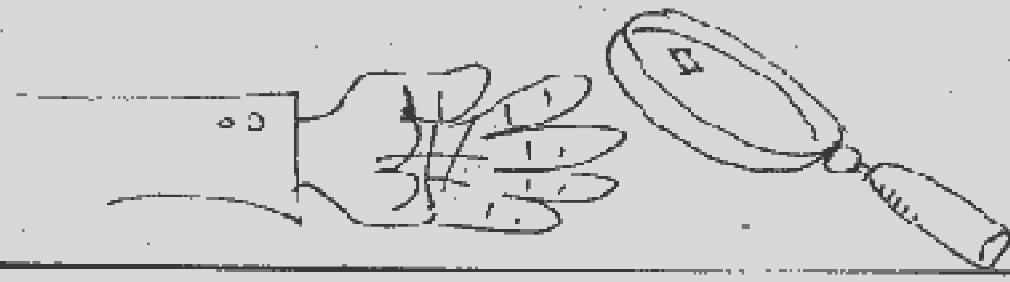

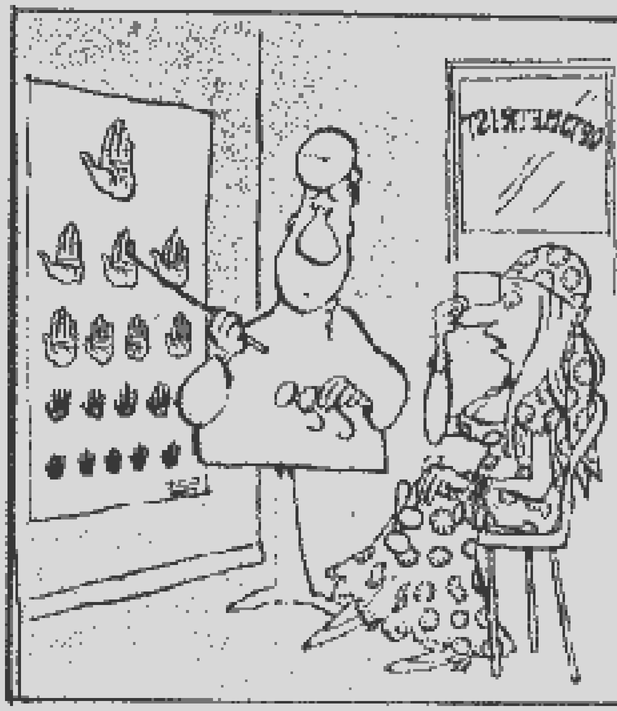

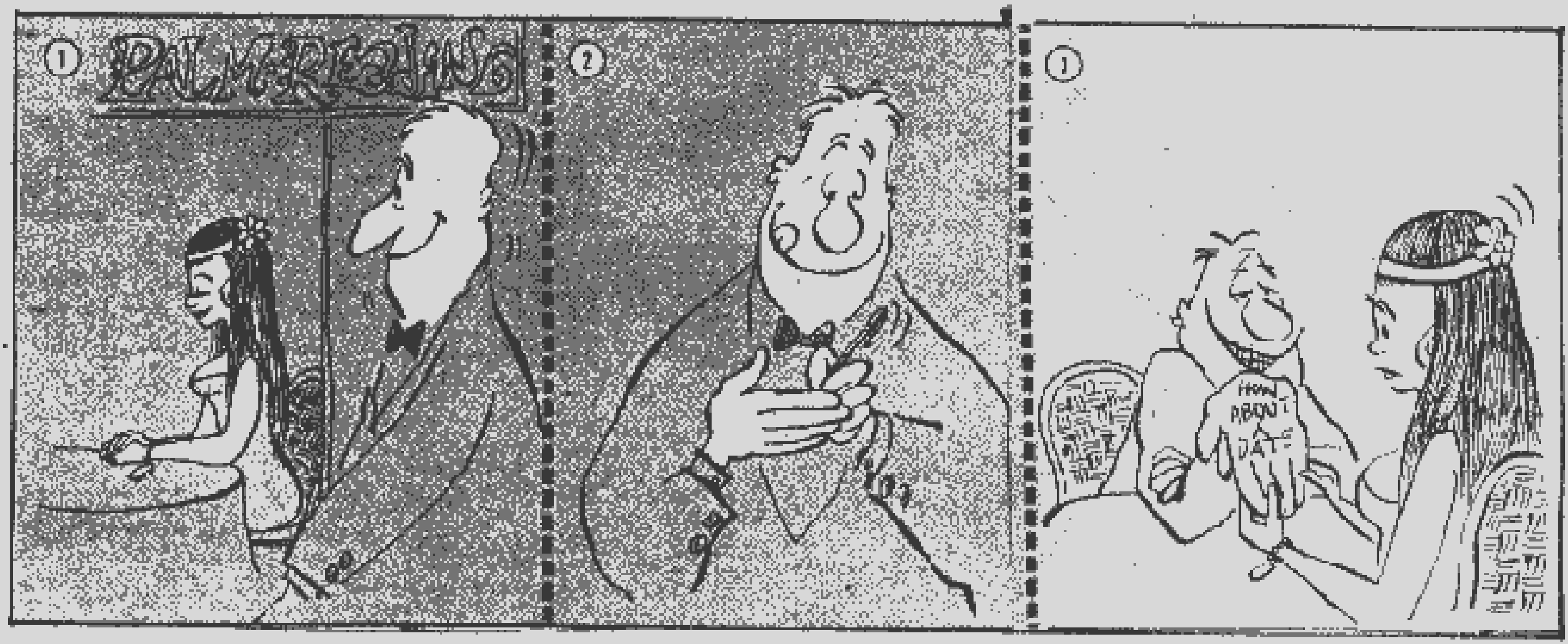

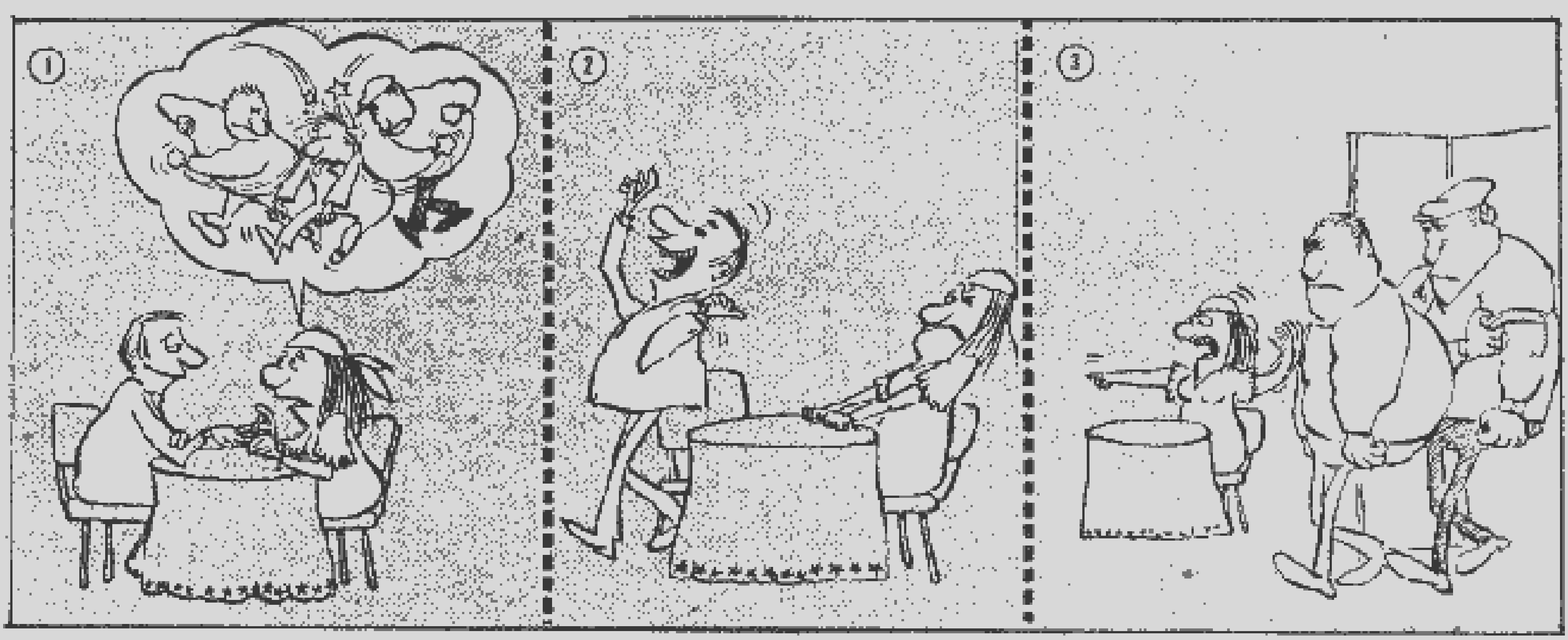

Bangladesh World

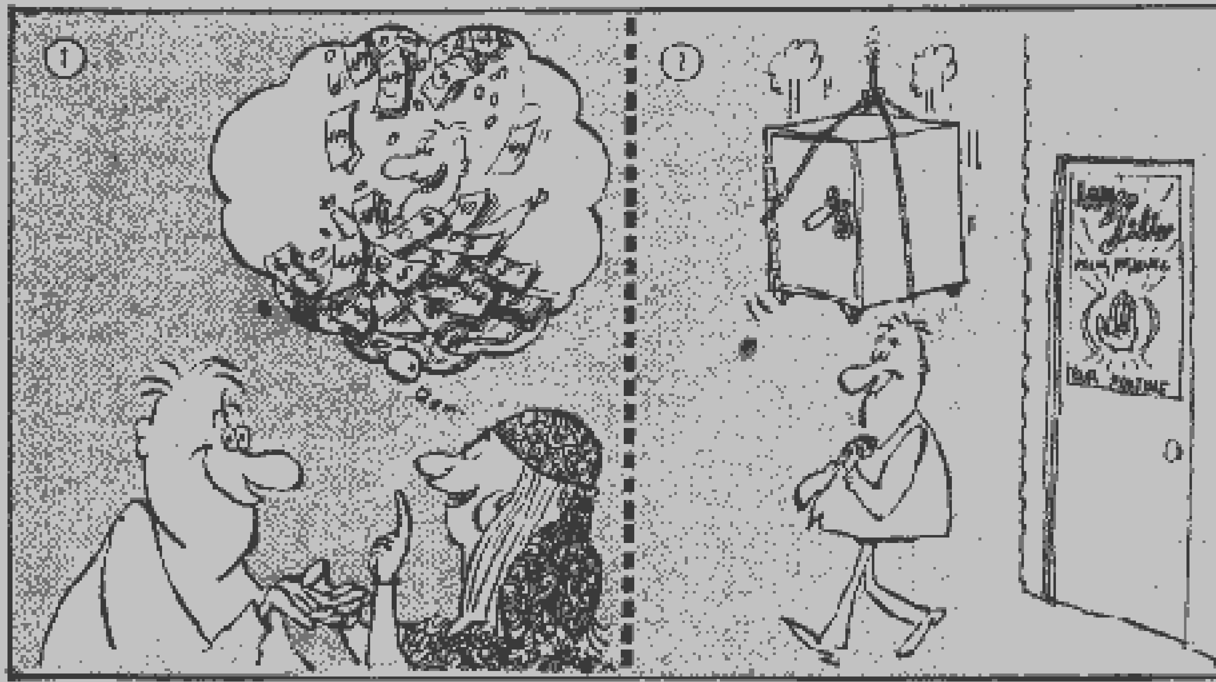

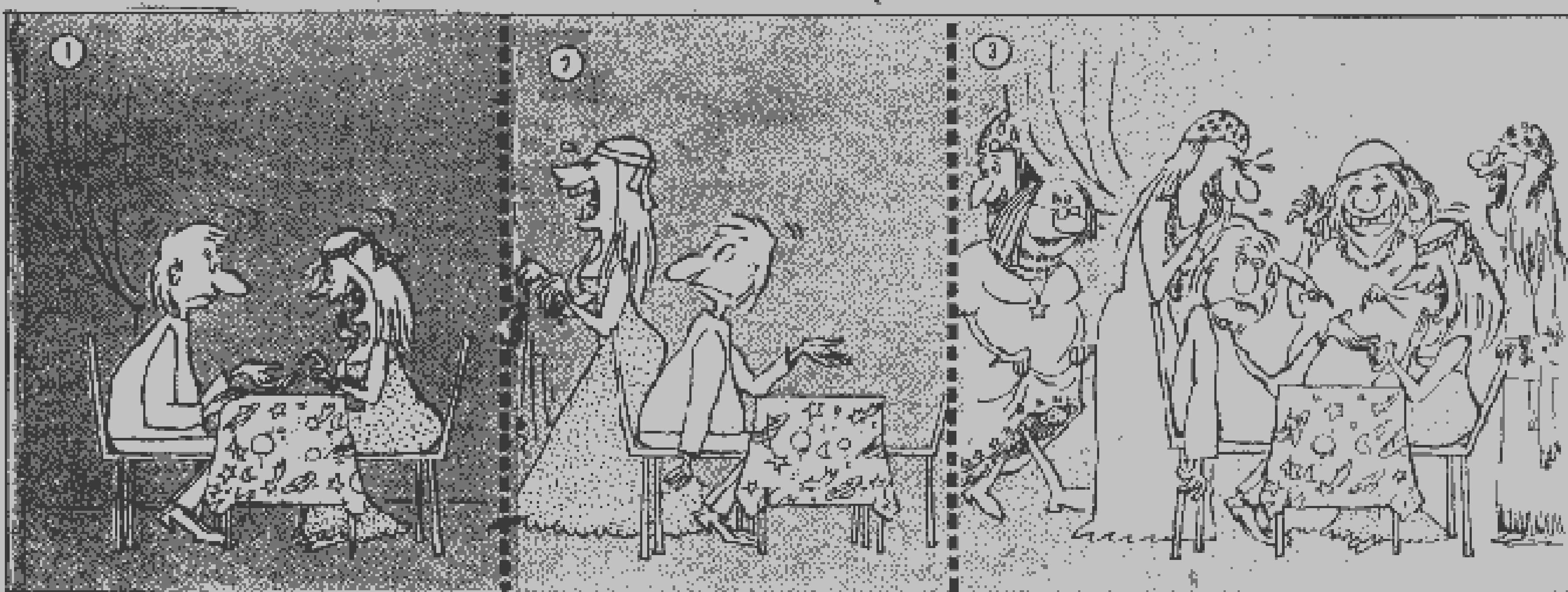

Bangladesh World

পরিদর্শন

মেলা! মেলা!! মেলা!!! বই মেলা, বানিজ্য মেলা, ইউ.এস.ট্রেড ফেয়ার, অডিও মেলা, পুষ্প মেলা...সব মেলায় জনজীবন যেন জট খেয়ে গিয়েছিল বিগত মাসটিতে...কেমন গিয়েছিল দিনগুলো তাই বুঝতে এই বিশেষ পরিদর্শন...

"মেলা-জট" পরিদর্শন

Bangladesh World

Bangladesh World

Bangladesh World

কোরবানী স্প্যাশাল ফোল্ডিং

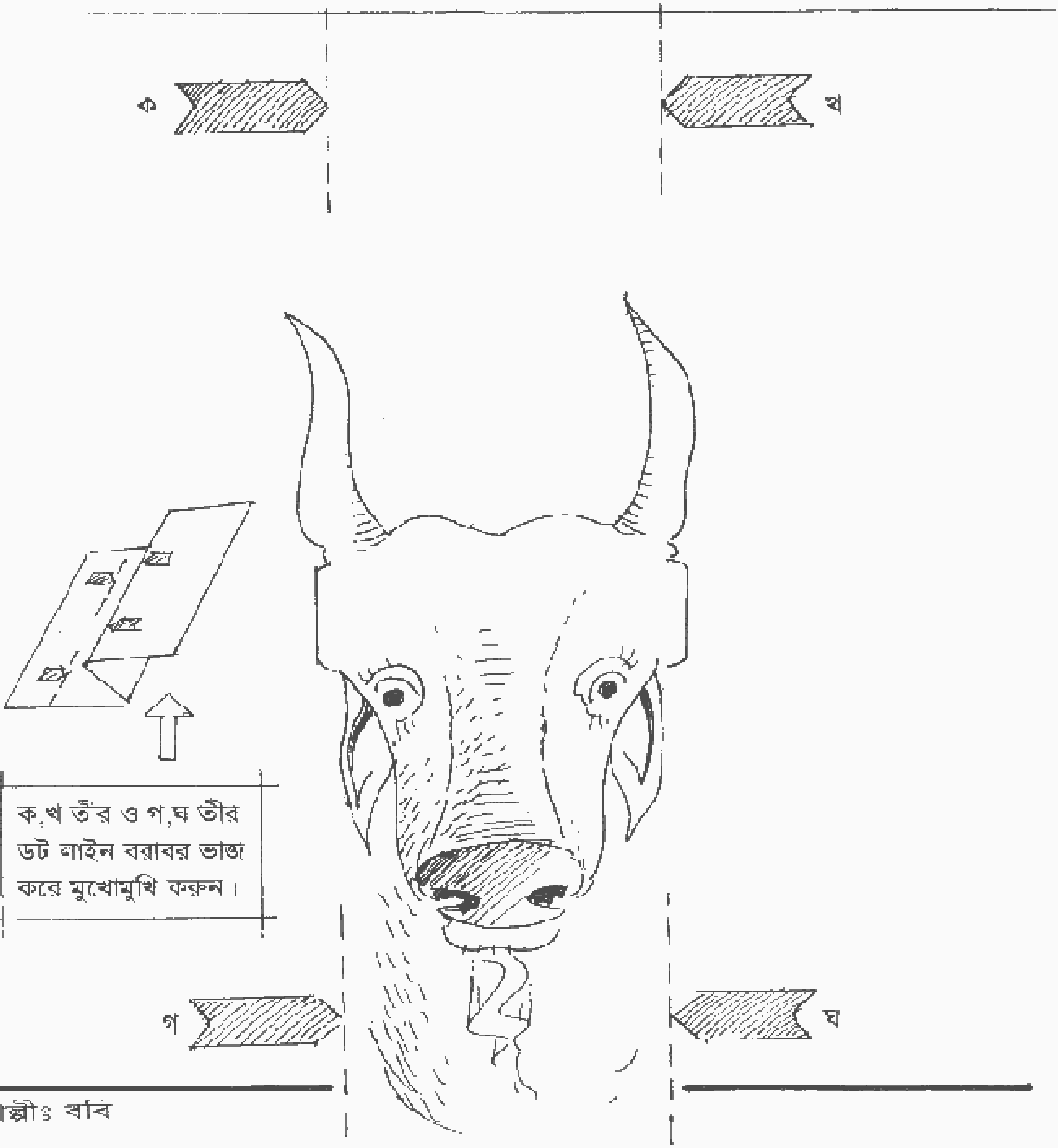

ক,খ তীর ও গ,ঘ তীর
ডট লাইন বরাবর ভাঁজ
করে মুখোমুখি করুন।

শিল্পীঃ বাব

উন্মাদ পাবলিকেশন্স রেজি ডিএ-৬১২

Bangladesh World

কোরবানীফোল্ডিং

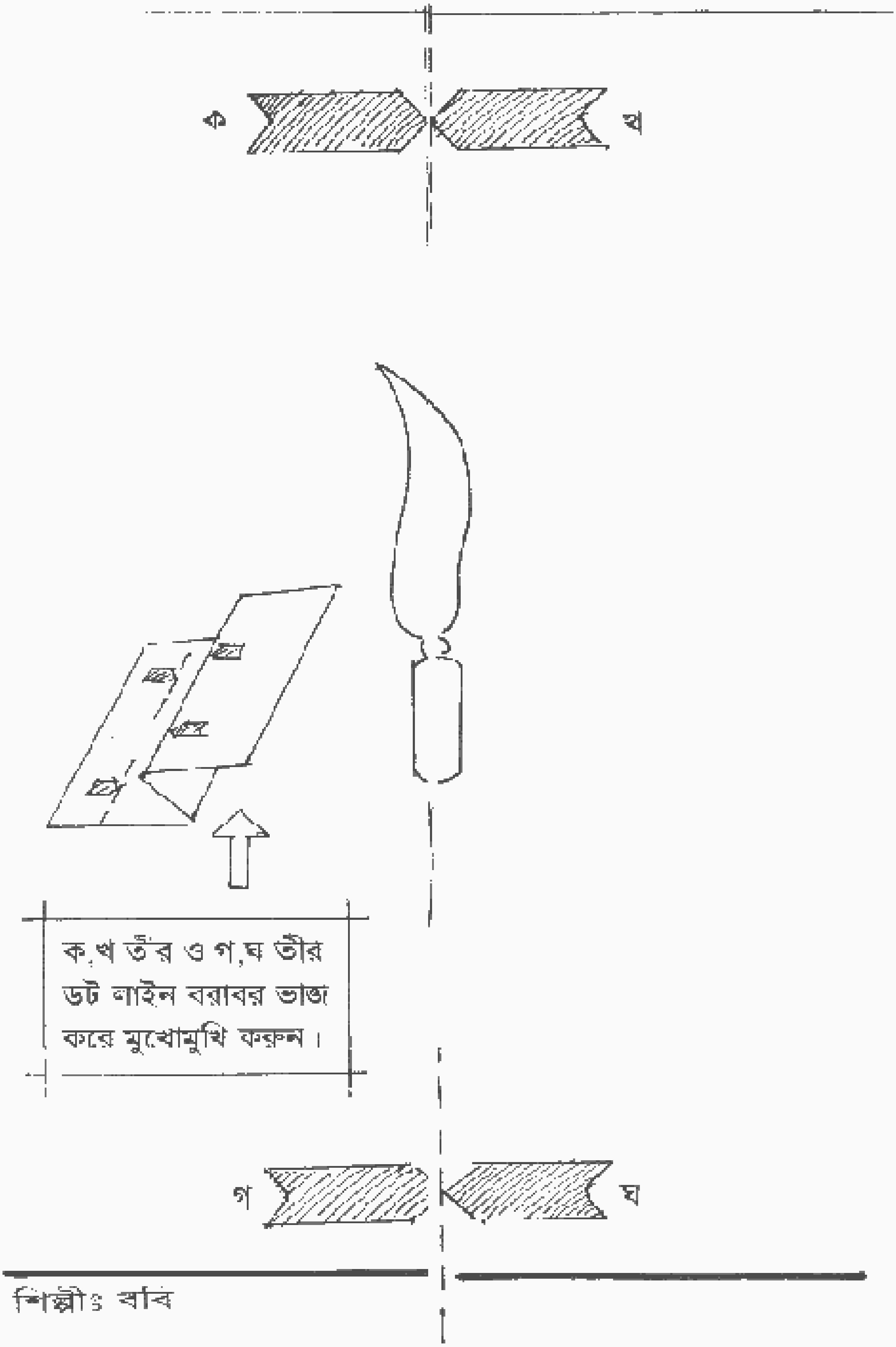

শিল্পীঃ র্সাব